॥ গন্ধরাজের জন্ম ঃ ঃ প্রথম অভিনয় রজনী ॥

প্রযোজনা : অনির্বাণ ॥ নির্দেশক : শচীন ভট্টাচার্য ॥ সহঃ নির্দেশক : গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক : গৌর সোম ও বিমলেন্দু মিত্র ॥ মঞ্চসজ্জা : কান্তি ভট্টাচার্য ॥ আলোকসম্পাত ঃ স্বপন মিত্র ॥ রূপসজ্জা : বিজয়নন্দন ॥ আবহসঙ্গীত : ভাস্কর মুখোপাধ্যায় ও রবীন মিত্র ॥ স্মারক : কল্যাণ অধিকারী ও মানব সরকার ॥ ব্যবস্থাপনায় : অশোক পাল, অনিল মণ্ডল ও বিভূতি রায় ॥ অভ্যর্থনায় ঃ আরতি ভট্টাচার্য, ডলি চক্রবর্তী, মনিকা ঘোষ, বিমান ঘোষ ও রামপ্রকাশ সায়গল ॥

॥ চরিত্র রূপায়ণে ॥

আদিত্য ঘোষ	॥ শচীন ভট্টাচার্য
তিমির	॥ বিমলেন্দু মিত্র
তমাল	॥ গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়
তড়িৎ	॥ সনৎ মিত্র
তিলক	॥ কল্যাণ অধিকারী
অংশুমান দেব	॥ চঞ্চল ভট্টাচার্য
ভূতান বকসী	॥ গৌর সোম
কিরীট সোম	॥ দীপ্তেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবল মণ্ডল	॥ মানব সরকার
মিতুন বিশ্বাস	॥ অশোক পাল
নির্ঝর মৌলিক	॥ অনিল মণ্ডল
পরীক্ষিত সরকার	॥ রথীন চক্রবর্তী
কীর্তিভূষণ ঘোষ	॥ বিভূতি রায়
তুহিনা	॥ শুভ্রা মুখোপাধ্যায়
শিখা	॥ অত্রি লাহিড়ী

॥ গন্ধরাজের জন্ম ঃঃ চরিত্রলিপি।

পুরুষ ॥

আদিত্য ঘোষ
তিমির
তমাল
তড়িৎ
তিলক
অংশুমান দেব
ভূতান বকসী
কিরীট সোম
দেবল মণ্ডল
মিতুন বিশ্বাস
নির্ঝর মৌলিক
পরীক্ষিত সরকার
কীর্তিভূষণ ঘোষ

নারী ॥

তুহিনা
শিখা

॥ দু-চার কথা ॥

ভালো-খারাপ, সুন্দর-কুৎসিত, সরল-ধূর্ত, জ্ঞানী-মূর্খ নানান জাতের মানুষের ভিড়ে পথ চলবার সময় অগুনতি মানুষের সুখদুঃখ, চাওয়া-পাওয়ার হিসেব নেবার সময় আমাদের হয় না, নিজেকে নিয়েই আমরা ভীষণ ব্যস্ত। তবু কয়েকটা মুহূর্ত আসে যখন আমাদের মনের মধ্যে অদ্ভুত এক শূন্যতার জন্ম নেয়, নিজের অস্তিত্ব ভুলে তখন আমরা মহাশূন্যে তাকিয়ে অপরের জন্যে ভাবি, কেউ-বা ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের স্বপ্ন দেখি, কেউ বিরাট কিছু-একটা করে ফেলি আবার কেউ-বা শুধুমাত্র কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়াই। এ এক অদ্ভুত আনন্দের উপলব্ধি!

এমনি এক মুহূর্তে বোম্বের দাদারের ফ্ল্যাটে ব'সে কথার পিঠে কথা সাজিয়ে শেষ ক'রেছিলাম 'গন্ধরাজের জন্ম'। 'গন্ধরাজের জন্ম' নাটক হ'ল কিনা বিচার করবেন চিন্তাশীল দর্শক, পাঠক এবং সমালোচক। এ-নাটককে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে যে-কোনরকম গঠনমূলক সমালোচনা ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করবো।

কোন নাটকের সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ পায় সেই নাটকের মঞ্চাভিনয়ের মধ্যে দিয়েই। নাট্যকারের, নির্দেশকের এবং অভিনেতাদের ভাবনা ও চিন্তাধারার মধ্যে যদি সঙ্গতি ও সমন্বয় ঘটে তাহলেই নাটক দর্শকের ভালো লাগে। আসল জিনিস রসসৃষ্টি—সৌন্দর্যসৃষ্টি। একটুখানি ছন্দপতন হ'লেই সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ। সবাই মিলে একই লক্ষ্যে পৌছোবার চেষ্টা করলেই প্রযোজনা সার্থক।

'গন্ধরাজের জন্ম' সম্পূর্ণ করতে এবং এর সম্পাদনার কাজে বরাবরের মতোই আমার সঙ্গী তরুণ নাট্যকার-অভিনেতা চঞ্চল ভট্টাচার্য। বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, দীপ্তেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর সোম, কল্যাণ অধিকারী, স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায়, শুক্লা গঙ্গোপাধ্যায়, করুণ গঙ্গোপাধ্যায় ও রামপ্রকাশ সায়গল।

দক্ষিণ কোলকাতার অন্যতম নাট্যসংস্থা অনির্বাণের শিল্পিবৃন্দ এ-নাটকের প্রথম অভিনয় শেষ করে নিয়মিত অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। কৃতজ্ঞ রইলাম নাট্যকার প্রকাশক বন্ধু সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, যিনি 'গন্ধরাজের জন্ম' প্রকাশ করে পাঠক, দর্শক এবং সমালোচকের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সেতু তৈরি করে দিলেন।

যাঁরা এ-নাটক অভিনয় করবেন তাঁরা যদি অনুগ্রহ করে এবং সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করে আমার নিচের ঠিকানায় একখানা আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়ে দেন তাহলেই নিজেকে ধন্য মনে করবো। আর কিছুই নয়।

—শচীন ভট্টাচার্য

৪২বি, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা—২৬।

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

গন্ধরাজের জন্ম ● এক

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[কলকাতা শহরের এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘোষ পরিবারের অতি পুরোনো এক দোতলা বাড়ির একতলার বাইরের ঘরে এক সোমবারের সন্ধ্যেয় "গন্ধরাজের জন্ম" নাটকের শুরু। নতুন বলতে কিছুই নেই এ-ঘরে। দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, একটা ইজিচেয়ার আর একজনের শোবার মতো একখানা খাট। সবকিছুই পুরোনো। পুরোনো বইপত্রে ভর্তি অতি পুরোনো একটা ছোট আলমারিও রয়েছে ঘরের এককোণে। দরজা, জানলায় টাঙানো রয়েছে অতি ময়লা পরদা—জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। অন্ধকার ঘরে ইজিচেয়ারে ব'সে বিড়ি খাচ্ছে তিলক। পঁচিশ বছরের যুবক তিলক বাড়ির কর্তা আদিত্য ঘোষের ছোট ছেলে। তুহিনা এসে ঘরের আলো জ্বালালে ঘন অন্ধকার মঞ্চ আলোকিত হয়। আদিত্য ঘোষের অবিবাহিতা ছোট মেয়ে তুহিনার বয়স বাইশ। তুহিনা কালো, একটু যেন বেশিই কালো, কিন্তু ফুটন্ত যৌবনের ঢেউ তার সর্বদেহে। তিলককে একা ঐ অবস্থায় ব'সে থাকতে দেখে বেশ একটু অবাকই হয়েছে তুহিনা। চিন্তার জাল ছিঁড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কথা বলে তিলক।]

তিলক। ইস্—সব ভণ্ডুল করে দিলি তো ?

তুহিনা। আমি !

তিলক। তুই ছাড়া কে ? ওঃ! খাট আড়াইশো, সোফা সেট্ চারশো, আলমারি সাড়ে পাঁচশো, খাবার টেবিল-চেয়ার সাড়ে

তিনশো, গ্যাস আড়াইশো, পরদার কাপড় দেড়শো, টেপ্ রেকর্ডার আটশো —উঃ হুঃ হুঃ—এন্তার টাকার ছড়াছড়ি—

তুহিনা। কি আবোল-তাবোল বকছিস ?

তিলক। আবোল-তাবোল বকবকানি নয় রে তুনি—লোকোকে মনে আছে ?

তুহিনা। তোর সেই স্যাম্পু চুল বন্ধু ?

তিলক। হ্যাঁ, সেই স্যাম্পু চুলই এম. এস. সি. পাস করল—ভালো চাকরী পেল—বিয়ে করল—বাবা হ'ল——আজ দু'মাসের ভাড়া ডিপোজিট্ রেখে, দালালকে একমাসের ভাড়া গচ্চা দিয়ে সাড়ে তিনশো টাকার ফ্ল্যাটে সংসার পাতল—এক দিনে কতো খরচা করল অন্ধকারে ব'সে তার একটা হিসেব নিচ্ছিলাম—তুই এসে সব ওলটপালট করে দিলি।

তুহিনা। কিনেছে তোর বন্ধু, আর তুই ব'সে তার হিসেব করছিস ?

তিলক। দেখছিলাম, মোটামুটি ভদ্রলোক হ'তে কতো খরচা পড়ে।

তুহিনা। তুইও ভদ্রলোক হবার কথা ভাবছিস ?

তিলক। ভাবতে দোষ কি ?

তুহিনা। মেজদার মতো তুইও তো বড়লোক ভদ্রলোকের মুণ্ডু হাতে কাটিস ?

তিলক। কাটতুম—এখন দেখছি হাফ্-শিক্ষিত বেকার হয়ে পড়ে পড়ে সকলের কাছে কিল—চড়—লাথি—ঝাঁটা খাওয়ার চেয়ে ভদ্রলোক হওয়া ঢের ঢের ভালো। আরাম কে না চায় ?

তুহিনা। মেজদার মতো তোর সুরও নরম হয়েছে দেখছি।

তিলক। দ্যাখ তুনি, লাইট্ জ্বেলে মেজাজটা তো অলরেডি খারাপ

করে দিয়েছিস—আলতু-ফালতু বকে আর আমাকে তাতাসনি—যা, কালকের কাগজটা এনে দে, রাশিফলের পাওয়ার দেখি। (তুহিনা দরজার দিকে এগোলে হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আক্ষেপের সুরে কথা বলে তিলক।) লাক রে তুনি, লাক, সব লাক, লাকের কি বিচিত্র গতি—বরাহনগরে একখানা ঘরে চার বোন আর মাকে নিয়ে চল্লিশ টাকা ভাড়ায় বারো বছর কাটালো—ওরই মধ্যে থেকে পড়াশুনো করল—সবগুলো বোনের বিয়ে দিল—না, রিয়েলি—লোকোটা রিয়েল বাহাদুর।

তুহিনা। সব তো লাভ ম্যারেজ ?

তিলক। ম্যারেজ তো ? লাভ-লোকসান যাই হোক, ম্যারেজ ইজ ম্যারেজ।

[একটু এগিয়ে এসে কথা বলে তুহিনা।]

তুহিনা। আচ্ছা ছোড়দা, একটা কথা বলবো ?

তিলক। বল।

তুহিনা। তোর বিয়ে-থা করে সংসারী হতে ইচ্ছে যায় না ?

[হো হো করে হেসে ওঠে তিলক।]

তিলক। আরে, সেই জন্যেই তো রাশিফলটা দেখতে চাইছি—তাড়াতাড়ি কাগজটা এনে দে—এ সপ্তাহে আমার বিয়েটা লাগছে কিনা দেখি। অ—নে—ক টাকার দরকার বুঝেছিস, ঝোলাগুড় ? যা-যা।

তুহিনা। ভূত কোথাকার ! তোর দ্বারা কিছু হবে না।

তিলক। হাত উঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে তো পারবো—ওতেই আজকাল কাজ হয়, দেখছিস না ?

তুহিনা। তার চেয়ে বরং এক কাজ কর।

তিলক। কি?

তুহিনা। সব লটারীর টিকিট কাটতে থাক।

তিলক। ফোকোটে বড়লোক?—যা, ভাগ এখান থেকে।

[বেশ চেঁচিয়ে বলে তিলক, তুহিনা হেসে ভেতর থেকে খবরের কাগজটা আনতে যায়। কাগজটা হাতে নিয়ে তুহিনা কথা বলতে বলতে ঘরে ঢোকে।]

তুহিনা। আজকাল আর কাগজ দেখতেই ইচ্ছে যায় না।

তিলক। কেন? কেন?

তুহিনা। গোটা কাগজ জুড়ে শুধু মরছে আর মরছে—চাপা খাচ্ছে —খনির ছাদ ধসে মরছে—তাতেও যারা মরছে না—

তিলক। সুইসাইড্ করে টেঁসে যাচ্ছে—তবুও কি কমছে? একটা ম'লে দশটা হচ্ছে—ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর বোর্ডগুলো গভর্নমেণ্ট এবার তুলে নেবে দেখিস। মরুক্‌গে, তোর বিয়ে অব্‌দি রাশিফল আর পাত্রপাত্রী—বিয়েটা চুকলে স্রেফ রাশিফল—

তুহিনা। আর কর্মখালি!

[তিলক হাসে।]

তিলক। কর্মটা খালি কোথায় দেখছিস—সব ভেতরে ভেতরে ভর্তি হয়েই আছে।—দে—দে। (তুহিনার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে তিলক রাশিফলটা দেখে পড়ে আর সেইসঙ্গে জুড়ে দেয় তার টীকা-টিপ্পনী!) মীন—মীন—মীন—অ্যাঁঃ—এই যে বাবা

মৎস্য—"আর্থিক অবস্থায় বিব্রত হ'তে পারেন"—অর্থই নেই তার আবার আর্থিক সমস্যা—"কোন নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হ'তে পারে"—মেরেছে রে। কার সঙ্গে হ'তে পারে বল তো ?

তুহিনা। আমি কি করে বলবো ?

তিলক। বাবা—উঁহু—দাদা —না, মেজদা—না, সেজদা—না, বৌদি হুঁ—উ-উ-উ—না—

তুহিনা। আমার সঙ্গে ?

[তিলক হেসে ওঠে]

তিলক। "শত্রু নিন্দা প্রচার করতে পারে"—আমার তো শালা সবাই শত্রু—ইউ আর নাম্বার ওয়ান—কর পাঁচমুখে নিন্দে কর—এও এক টাইপের ফেম—কুছ পরোয়া নেই—আই ডোণ্ট কেয়ার—"স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না"—চলতে হবে, স্বাস্থ্য ভালো না চললে সব কিছুর এগেইনষ্টে ফাইট করবো কি করে ? মেজদার-টা দেখি—মেজদার বৃশ্চিক—"ব্যবসা-পত্তর ভালো চলবে না।" তুনি রে—

তুহিনা। কি ?

তিলক। মেজদা ডুবলো—এ সপ্তাহে মেজদাকে আর কেউ টেনে তুলতে পারছে না—"কোন ভ্রাতার দ্বারা বিরুদ্ধাচরণের আশংকা দেখা যায়।" উরে ব্বাবা ! এ সপ্তাহে আমি মেজদার সাত-হাতের মধ্যেই নেই—ঐ একটা ভাই ও বন্ধু আছে—ও গেল ভাইও গেল, বন্ধুও গেল। মাথায় টুপি পরে হাতে হ্যারিকেন নিয়ে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে হবে—"মানসিক শান্তির আশা

কম”—ও ব্যাপারে মেজদাকে পথে বসাতে বৌদি একাই একশো —আর কারও দরকার পড়বে না।

তুহিনা। টীকা-টিপ্পনী বাদ দিয়ে পড়বি তো পড়—গলা তো নয়, পূজো প্যাণ্ডেলের মাইক—একটা কেলেঙ্কারী না বাধিয়ে তুই ছাড়বি না ?

তিলক। উঁ-হু-হু, কেলেঙ্কারী নয়—শান্তি—শান্তি চাই, গোটা সংসারে শান্তির জল ছিটিয়ে সবকিছু ঠাণ্ডা রাখতে চাই—দিস ইজ মাই ডিউটি, ব'স চুপ করে—দাদার ধনুকের তীর কদ্দূর ছোটে ছাখ—“মনের কোনও আশা বাস্তবে পরিণত হ'তে পারে”—কি চায় দাদার মতো অ্যামবিশাস লোক বল তো ?

তুহিনা। কি ?

তিলক। গ্র্যাণ্ড চাকরী, চারমিং স্মার্ট ওয়াইফ্, ওয়ানডারফুল বাড়ি, বিউটিফুল গাড়ি- সবই তো পেয়েছে—তিনটে মেয়েও পেয়েছে —বাকী কী আছে ? অ্যাঃ—ফুটফুটে একটি ছেলে—হ্যাঁরে, বৌদির তো আবার বাচ্চা হবে, না ?

তুহিনা। হ্যাঁ।

তিলক। দাদার কথা—বড় ঘরের বড় কথা—চুলোয় যাক,—মেজদাকে দেখা যাক। ঘোষ ফ্যামিলিতে মেজদাই একমাত্র সিংহশিশু, আরে-আরে, কি লিখেছে ভালো করে শুনে রাখ, তুনি।

তুহিনা। কি ?

তিলক। “কোন বিদেশীর দ্বারা উপকৃত হ'তে পারেন”—মেজদা কেল্লা মেরে দিল রে।

তুহিনা। আগে মারুক।

তিলক। বাবার কুম্ভ। "কোন ব্যাপারে ভুলের ফলে মনস্তাপ করতে হ'তে পারে"।—বাজে কথা—স্রেফ বাজে কথা, ভুল তো বাবা সারাজীবন ধরেই করে আসছে—মনস্তাপ করতে কেউ কখনো দেখেছে? "কোনও পারিবারিক সমস্যার সহজ সমাধান হ'তে পারে"—যদি তর্ক করি, কি করে হবে? না বাবা, তর্ক করবো না। হাজার হাজার সমস্যা—দু-চাটের যদি সহজ সমাধান হয়ে যায়, হোক, হাততালিই দেব। "স্বাস্থ্য ভালো চলবে না,"—খুট্‌ খুট্‌ করে ব্যাটিং করে সিক্‌সটি আপ তো করে ফেললো—অতো সহজে কি বোল্ড হবে—ক্যাচও তোলে না বুড়ো, সেনচুরী করবেই।

তুহিনা। তুই বড্‌ডো বক্‌তে পারিস।

তিলক। দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে গুম্‌ মেরে অন্ধকারে পড়েই তো ছিলাম। লাইট্‌ জ্বালিয়ে তো জ্বালিয়ে ছাড়লি—দুটো কথা বলে একটু হালকা হ'তে চাইছি অমনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠছিস কেন? শান্তি—শান্তি—

[বাইরের দরজায় আদিত্য ঘোষের বড় ছেলে তিমিরের শ্বশুর ভূতান বক্‌শী, ভূতান এদের প্রতিবেশী; আদিত্য ভূতানকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।]

ভূতান। কিরে, শান্তি-শান্তি করে মরছিস কেন?

তিলক। মরছি না ভূতান কাকু—জ্বালা-যন্ত্রণার নৌকোয় শান্তির পাল তুলে সংসার সমুদ্র পেরুবার প্ল্যান কষছি—এমনি সময় তোমার আবির্ভাব—ভালোই হ'ল—বলো, তোমার কি রাশি?

ভূতান। কচু।

তিলক। কচু ?

ভূতান। হ্যাঁ, কচু। হ্যাঁরে, ঘোষদা এখনো ফেরেনি ?

তুহিনা। না।

তিলক। কি রাশি বললে না ?

ভূতান। এ তো রাশি রাশি করে গেল—কচু বললাম যে—চাকরীর পাতা দ্যাখ, কাজ দেবে।

তিলক। আবার সেই অন্ধকারে ঠেলে দিলে ? দাও। চাকরী—আলো, বেকারী—অন্ধকার, কখনো আলো—কখনো অন্ধকার।

ভূতান। কি বলছে রে ?

তুহিনা। কবিতা বোধহয়।

[বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে আদিত্য ঘোষ।]

ভূতান। ঘোষদা ! এতো গম্ভীর—কি ব্যাপার ?

আদিত্য। বিভাস লাহিড়ী চলে গেল—

ভূতান। সেসান্ জাজ ?

আদিত্য। হ্যাঁ। আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট—স্বাস্থ্যও বেশ ভালোই ছিল।

তিলক। কারও মহাপ্রয়াণ, কারও স্বর্গপ্রাপ্তি, কারও গঙ্গাযাত্রা, কেউ পটল তোলে, কেউ আবার টেঁসে যায়—রুই, কাতলা, চুনো পুঁটী যেই হোক চলে যেতে হবে একদিন সবাইকেই—ইটারনাল ট্রুথ।

আদিত্য। আঃ, তিলু !

ভূতান। কিন্তু দাদা, এই নিয়ে আপনি যদি এতো ভাবেন ?

আদিত্য। ভাবছি না—সবই বুঝতে পারি, তবু মনটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে—অস্বীকার করতে পারছি না। ভাবছি, আমার নিজেরও তো সময় হয়ে এলো।

[ভূতান হেসে ওঠে। তুহিনা তিলকের চোখাচোখি হয়।]

ভূতান। আপনি এখনও কম করে পঁচিশ বছর।

আদিত্য। অভিশাপ দিও না ভূতান—আর ইচ্ছে নেই—ভালো, খারাপ, নতুন, পুরোনো—অনেক কিছুই তো দেখলাম --আর দেখতে চাই না।

[কয়েক মুহূর্ত ঘরের কেউ কোন কথা বলে না।]

ভূতান। ঘোষদা!

আদিত্য। কি?

ভূতান। কামাখ্যাদা কোলকাতা এসেছে।

আদিত্য। কি হয়েছে তাতে?

ভূতান ওর ছোট ছেলে একসাইজ ইনস্‌পেক্‌টর—দেখা হয়েছিল —ভালো একটি মেয়ের খোঁজ চাইছিল—ওদের সঙ্গে তো আপনাদের কাজ হয়। (পায়ে পায়ে তুহিনা ঘর ছেড়ে চলে যায়।) আমি তাই তুনির কথা—

আদিত্য। না।

ভূতান। কি না?

[তমাল এসে বাইরের দরজায় দাঁড়ায়।]

আদিত্য। ও একটা এক নম্বরের জোচ্চোর—কি করেছিল, তোমার মনে নেই?

ভূতান। চুরি, জোচ্চুরি, ঘুষ, দুর্নীতি এ দাদা এখন মানুষের গুণের মধ্যেই পড়ে গেছে। সবাই যার সঙ্গে আপস করে চলেছে—

আদিত্য। যে করে করুক—আমি করি না—করবোও না—ও যদি বিনি পয়সায় আমার মেয়েকে ওর ছেলের বউ করে নিয়ে যেতে চায়—তবু আমি রাজী নই। সবকিছুর সঙ্গে আপস করে তোমরাই সমাজটাকে গোল্লায় ঠেলে দিয়েছো।

ভূতান। আপনি তা হ'লে—

আদিত্য। না—কামাখ্যাকে আমি ঘৃণা করি—তাকে আমি আত্মীয় করবার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না—নেভার।

ভূতান। আমি কিন্তু ঘোষদা খবর দিলাম।

আদিত্য। এমনি খবর দিও না! সাধারণ ভদ্রপরিবার হ'লে খবর দিও। ক্ষমতায় কুলোলে তাদের মেয়ে পছন্দ হ'লে সেখানে নিশ্চয়ই দেব—তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবো।

ভূতান। সে রকমভাবে খুঁটিয়ে দেখলে ভদ্রপরিবার কি আপনি একটাও পাবেন? গলদ এবং খুঁত সব পরিবারেই আছে। কারওটা আমরা জানি, কারওটা জানি না—আমি ঠিক বলছি কিনা বলুন? গোটা দেশ যেখানে অধঃপাতে গেছে সেখানে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির আপনি খুঁজে কোথায় পাবেন?

[চুপ করে আছে সবাই। আদিত্য উত্তর দেয় না। তমাল কথা বলে।]

তমাল। শিবেন কাল একবার তোমার কাছে আসবে বাবা।

আদিত্য। সে এসে কি করবে—তার তো বিয়ে হয়ে গেছে?

তমাল। হ্যাঁ। ওর পিসতুতো ভাই প্রভাতের জন্য বলছিল—

আদিত্য। কতোদূর পড়াশুনো করেছে তোমার শিবেনের পিসতুতো ভাই ?

তমাল। স্কুল ফাইনাল পাস।

আদিত্য। কি করে ?

তমাল। গান্ধী কাটরায় কাপড়ের দোকান আছে।

আদিত্য। কিসের দোকান বললি ?

তমাল। কাপড়ের।

আদিত্য। ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, ইনজিনীয়ার, চাটার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট চাই না, কিন্তু দোকানদারের ওপরে উঠতে পারলি না ?

তমাল। আমি নিজেও একজন দোকানদার।

আদিত্য। তা আমি জানি—ওর কাপড়ের তোমার ঘড়ির। (হঠাৎ রেগে যান আদিত্যবাবু। উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন।) কেন ? তুই দোকানদার কেন হয়েছিস আজ ? কমপেনসেশান নিয়ে ভালো চাকরী ছেড়ে দোকানদার সাজতে কে বলেছে, আমি ? দিনরাত মিটিং মিটিং করে, নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে কে বলেছে তোকে, আমি ?

তমাল। তুমি আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছো, কিন্তু আমি দেখছি না।

আদিত্য। তুমি একেবারে আলোর সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছ—নিজের গ্রাজুয়েট বোন এম.এ. পড়ছে—তার জন্যে একটা স্কুল ফাইনাল পাস কাটরার দোকানদারের বিয়ের কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা করে না তোর ?

তমাল। লজ্জা করবে কেন? কতোটুকু জানো তুমি প্রভাতের? কি রকম ষ্ট্রাগল্ করতে হয়েছে ওকে?

আদিত্য। ষ্ট্রাগল্! ষ্ট্রাগল্ করেছে—ষ্ট্রাগল্ করে বিরাট একটা কিছু না হোক অন্ততঃ একটা ছোটখাট অফিসারও যদি হ'ত তা হ'লে কিছু একটা করেছে বুঝতাম। ষ্ট্রাগল্ কাকে বলে জানিস? (ভেতরের জানলায় উঁকি মারতে দেখা যায় তমালের স্ত্রী শিখাকে। আদিত্যর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়।) ভেতরে এসো বৌমা, খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা যেখানে হয় সেখানে আড়ি পেতে শোনাটা অসভ্যতা—এ বাড়ির বৌ তুমি, সামনে এসে তর্ক করো, সমালোচনা করো, খুশিই হব।

[ঘরের আবহাওয়া থমথমে। শান্ত পদক্ষেপে ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়ায় তমালের স্ত্রী শিখা। শিখা সুসজ্জিতা।]

তমাল। প্রভাতের সঙ্গে বিয়েতে তা হ'লে তোমার আপত্তি আছে?

আদিত্য। হ্যাঁ।

[ঘরে একটা অবাঞ্ছিত নীরবতা—কারও মুখে কথা নেই। থমথমে আবহাওয়ায় ভূতানই কথা বলে।]

ভূতান। ঘোষদা!

আদিত্য। কিছু বলবে?

ভূতান। আর একটা খবর ছিল।

[ভূতান বেশ গম্ভীর]

আদিত্য। কি খবর?

ভূতান। সোমার ছেলে হয়েছে।

আদিত্য। কবে?

ভূতান। আজ সকালে ডাঃ রুদ্রের নার্সিং হোমে।

আদিত্য। বাচ্চা ভালো আছে তো?

ভূতান। ভালো আছে বলেই তো শুনেছি।

আদিত্য। কোত্থেকে খবর পেলে?

ভূতান। প্রতাপদার মেজো ছেলের বৌও ঐ নার্সিং হোমেই রয়েছে —প্রতাপদাই বলল।

আদিত্য। আমার জন্য দুঃখ কর না ভূতান, আমার চার ছেলে— তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে—এরকম আনন্দের খবরটুকুও আজ তোমাকে অন্যের মারফত পেতে হ'ল—এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি মানুষের জীবনে আর কি হ'তে পারে? (বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে তড়িৎ। একটিন সিগরেট সে আদিত্যর হাতে দেয়।) কি এনেছিস?

তড়িৎ। বলকান সোব্রানি—টারকিশ ব্লেনড্—দুর্দান্ত! একটিন পেয়ে গেলাম আঠারো টাকায়—তোমার জন্য নিয়ে এলাম।

আদিত্য। দে, ভালো দিনেই এনেছিস।

তড়িৎ। ভালো দিন মানে?

আদিত্য। কাকা হয়েছিস তুই—তোর দাদার ছেলে হয়েছে।

তড়িৎ। পরপর তিন মেয়ের পর ছেলে? দাদা আজ লাফাচ্ছে। থ্রী চিয়ার্স ফর দাদা—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে— হিপ্ হিপ্—দাদা!

[বাইরের দরজায় বাদামী রং-এর স্যুট পরে এসে সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছে তিমির। তার হাতে বেশ বড় একটা মিষ্টির প্যাকেট]

আদিত্য। তুমি হঠাৎ!

তিমির। সোমার ছেলে হয়েছে। এই নে, ধর।

[তড়িতের হাতে প্যাকেটটা দিতে গেলে আদিত্য বলে।]

আদিত্য। ওটা আমার হাতে দাও, আমরা সবাই খাব। ওর হাতে দিলে আমি খাব না। নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন হয়েছ তুমি, সোকলড্ অ্যারিসটোক্র্যাটদের আদবকায়দাগুলো তোমার কোম্পানী তোমাকে বিলেত ঘুরিয়ে এনে রপ্ত করিয়েছে—কিন্তু ভুলে যেও না, এটা সেকেলে আদিত্য ঘোষের বাড়ি, দেশী নিয়ম-কানুনগুলো এখনও এ বাড়িতে মেনে চলা হয়। দাও। (তার হাত থেকে মিষ্টির প্যাকেটটা আদিত্য নিল।) এটা রেখে দাও বৌমা। (যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে এসে শিখা সেটা নেয়)। আর কিছু বলবে?

[ঘরের আবহাওয়া অস্বাভাবিক থমথমে। সবাই অস্বস্তি বোধ করে।]

তিমির। আমি চলি।

আদিত্য। দাঁড়াও। এমনি স্বীকার কর-না-কর কাগজে-কলমে আমি এখনো তোমার বাবা, তারপর আবার বাড়ি এসে মিষ্টি দিয়ে গেলে—খোলামনেই বলছি, বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখে থাক।

তিমির। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্।

[এ বাড়িতে তিমির আজ অবাঞ্ছিত অতিথি। কোন রকম অপমান গায়ে না মেখে সে ঘর ছেড়ে চলে যায়। তার নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাব সকলকেই নাড়া

দেয়। জামাই-এর উপস্থিতিতে ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করেছিল ভূতান। সে চলে গেলে শান্ত গলায় আদিত্যকে বলে।]

ভূতান। আজকের দিনে ওর সঙ্গে এমনি ব্যবহার করাটা কি আপনার উচিত হ'ল ঘোষদা ?

আদিত্য। স্তাখো ভূতান, কোন্‌টা উচিত কোন্‌টা অনুচিত, কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে আজ এই বয়সে কি তোমার কাছে সেটা আমাকে শিখতে হবে? আমি ওর বাবা, ও আমাকে অস্বীকার করেছে। তুমি, তুমি ওর শ্বশুর--তোমাকেও ও অপমান অপদস্থ করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বাইরে বের করে দিয়েছে, ভাই-বোন-আত্মীয়স্বজন সবাইকে অবজ্ঞা করে নিজের সুখের জন্য চূড়ান্ত স্বার্থপরের মতো---না, এই মাত্র আশীর্বাদ করেছি গালাগাল আর দেব না। ঈশ্বরের দিব্যি ভূতান, আমার আশীর্বাদে ভেজাল নেই। (কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলে না।) এসো তুমি। যা, তোরা ভেতরে যা। (শান্ত পদক্ষেপে ভূতান বাইরে চলে যায়। তিলক আর জুইনাও ভেতরে যায়। তমাল ও শিখাকে আদিত্য দাঁড়াতে বলেন।) [redacted]—বৌমা! রাগের মাথায় তোদের হয়তো আমি আজ আঘাত দিয়েছি—একস্‌কিউজ মি।

তমাল। কি বলছ বাবা!

আদিত্য। মনটা আজ আনন্দে ভোরে আছে। (হঠাৎ তমালের ডান হাতটা নিজের দু-হাতের মধ্যে নিয়ে অসহায় কণ্ঠে তিনি

বলেন) তোর—দাদা-দিদির মতো তুই আমাকে অস্বীকার করিসনি আমাকে ছেড়ে যাস না।

তমাল। বাবা!

আদিত্য। আমি দাদু হয়েছি কি করে বিশ্বাস করি বল তো?

তমাল। বাবা!

[নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আদিত্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তমাল। মাথা নীচু করে ভেতরে চলে গেলেন আদিত্য। তাঁকে এতো দুর্বল হ'তে তমাল এর আগে কখনো দেখেনি। সে খাটে ব'সে পড়ে।]

শিখা। হুঃ, আদিখ্যেতা!

তমাল। শিখা!

শিখা। রাত ক'টা হ'ল খেয়াল আছে?

তমাল। কোথায় যাব?

শিখা। মাকে দেখতে—কাকা অতো করে বলে গেলেন—নটার পর যাব বললে। দাদার ছেলে হয়েছে, বাবা হাত ধরে নাতির মুখ দেখতে চাইছে শুনে বুঝি সব তালগোল পাকিয়ে গেল—যাবার ইচ্ছে নেই তা স্পষ্ট বলে দিলেই পারতে—কষ্ট করে আমাকে ড্রেস পরতে হ'ত না।

তমাল। অসুস্থা ভদ্রমহিলাকে দেখতে যাবে, এতো ড্রেস করেছ?

শিখা। তুমি বুড়ো হয়েছ বলে কি আমাকেও বুড়ি হ'তে হবে?

তমাল। চলো।

শিখা। এই পোশাকে!

তমাল। আবার কি?

[ভেতরের দরজায় তিলক।]

তিলক। শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছ একটু সেজেগুজে যাও—এমনি বিতি-কিচ্ছিরি পোশাকে—

শিখা। ঠাকুরপো!

তিলক। বলো বৌদি?

শিখা। তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট্ করবো?

তিলক। করো।

শিখা। অনেক বুঝিয়ে তোমার মেজদার মাথা থেকে যেগুলো সরিয়েছি সেগুলো আবার ঢুকিয়ে ওঁর বারোটা আর বাজিও না।

তিলক। আমার ওপর বেশ ক্ষেপে আছ বলে মনে হচ্ছে? হঠাৎ ক্ষেপলে কেন বৌদি—আমার অপরাধ?

শিখা। তোমার চালচুলো-সংসার-চিন্তা কিছু নেই বলে কি ওকেও তোমার মতো বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ালে চলবে? ওকে ভদ্রভাবে ভদ্রসমাজে চলতে হবে।

তমাল। বকছো কি আবোল-তাবোল যার মাথামুণ্ডু নেই?

তিলক। আছে মেজদা, আছে। আমার ওপর তোমার অনেক দিনের অনেক রাগ জমানো রয়েছে দেখছি বৌদি! সত্যিই আমি বাউণ্ডুলে, কিন্তু বৌদি, এ-লোকটা হিসট্রি এবং পালটিক্সের এম. এ.। সবাই বলে দারুণ পারসোন্যালিটি—আমার মতো একটা অপদার্থ আই. এ. ফেল ভ্যাগাবণ্ডের কথায় এ-লোকটা

ওঠ-বোস করবে কেন? আমার একটা রিকোয়েস্ট্ বৌদি, আমাকে যা বলো—বলো, কিন্তু এ-লোকটাকে একটু বুঝবার চেষ্টা করো।

শিখা। তোমাকে আর জ্ঞানের ব্যাকরণ শোনাতে হবে না। মেজদার চন্নামেত্তর খেয়ে তুমি নিজে ধন্যি হওগে যাও, আমার দরকার নেই।

[সামান্য হেসে তিলক বলে।]

তিলক। তুমি সত্যিই বাচ্চা মেয়ে বৌদি, তোমার জ্ঞান হ'তে অনেক দেরি। বৌদি, তোমায় ভীষণ ভালোবাসে মেজদা, ওর কথামতো চলো সুখী হবে।

[ম্লান হেসে তিলক ভেতরে চলে যায়।]

শিখা। নিজের চরকায় তেল দিতে বলো তোমার ভাইকে—এদের সঙ্গে আছি ভাবলেও আমার গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

তমাল। একগ্লাস জল মিষ্টি না করে গোটা একটা সমুদ্রের জল মিষ্টি করবার চেষ্টা করো শিখা—অনেক বেশি আনন্দ পাবে।

শিখা। এবার তোমার জ্ঞানের পিপের ছিপি খুললো বুঝি? যাও; চার রাস্তার মোড়ে লোক জড়ো করে লেকচার ঝারো গে যাও—অনেক লোক হাততালি দেবে। এক-একটি ভাই এক-একটি অবতার।

[মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে।]

++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++

গন্ধরাজের জন্ম ● দুই

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[বেশ কিছুদিন বাদের ঘটনা। সন্ধ্যে উত্‌রে গেছে। ঘরে ব'সে পড়ছে তুহিনা। বাইরে থেকে শিস্ দিতে দিতে ঘরে এসে ঢুকলো তিলক। তাকে দেখে মনে হয় সে দারুণ খুশি।]

তুহিনা। কিরে, এতো খুশি যে ?

তিলক। সত্যি, খু—উ—ব খুশি।

তুহিনা। কেন বল না ?

তিলক। চলে গেল।

তুহিনা। কে ?

তিলক। আমার চাকরী।

তুহিনা। অ্যাঁ !

তিলক। জাসট্ লাইফ থ্রমবোসিস—ফিনিশড্ !

তুহিনা। আবার বেকার হ'লি ?

তিলক। হলাম। দশটা-চারটে আর খট্‌খটাখট্—খট্‌খটাখট্ করতে হবে না। শালা ছোটলোক রোযবার এই জন্যে ডেকেছে ধরতেই পারিনি—ইন্‌ক্রিমেনট্ হবে ভেবে সেজেগুজে গেলাম, বলে কিনা চাকরী নট্।

তুহিনা। সে কিরে ! গেল কেন ?

তিলক। ব্যাটাছেলেতে সাহেবের অরুচি ধরেছে, মেয়েছেলে চায়। শালার বাপ বিক্রী করতো সব্জি, ছেলে ব্যাটা বিলিয়ার্ড খেলে সাহেব হয়েছে—বাঙালীর ছেলেকে মাসের শেষে ষাট টাকা দিলে লস্ হয়, তার চেয়ে নন্‌বেঙ্গলী স্মার্ট মেয়েকে তিনশো টাকা দিয়ে পোষা অনেক বেটার, সবদিক ভেবেচিন্তে চলতে হচ্ছে—ক্যানাডা রিটার্ণ কর সাহেবকে। গ্যাঁড়াকলের কারবার খুলে মৌজ করছে। (ভেতর থেকে তমাল এসে ঘরে ঢুকলো) চলে গেল মেজদা।

তমাল। কে?

তিলক। আমার চাকরী।

তমাল। ভালোই হয়েছে। বলছি, তুই আমার সঙ্গে বোস, ধৈর্য ধরে কাজটা একবার শিখে নে—শুনছিস্ না কেন বল্ তো?

তিলক। চোখে ঠুলি পরে সময়ের কাঁটা ঠিক করা? বাপস্! মেরে ফেললেও আমার দ্বারা হবে না—তার চেয়ে বরং হাজরা মোড়ে জুতো পালিশের বাক্স নিয়ে ব'সে যাব—দু-মিনিটে কাজ ফিনিশড্। এখনো রক্তটা গরম আছে, বুঝছো না? বুড়ো হই তারপর তোমার পায়ের তলায় গিয়ে বসবো, লাথি মেরে হটিও না কিন্তু তখন, হৃদপিণ্ডটা ফুটো হয়ে যাবে।

তমাল। দূর পাগলা! ও দোকানই তো তোর।

তিলক। তার মানে!

তমাল। ইনসিওরেন্সের নোমিনি কে?

তিলক। ওঃ। (প্রাণখোলা হাসি হাসে তিলক।) এই জন্যেই

তোমার যতো ঝামেলা—বলছি, ওটা বৌদির নামে করে দাও—তা তুমি শুনবেই না।

[শিখা এসে ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়েছে।]

শিখা। ঐ সামান্য ক'টা টাকার ওপর তোমার বৌদির লোভ নেই ঠাকুরপো—নজর যদি দিতেই হয় একটু উঁচুতে দেওয়াই ভালো। (এক মুহূর্ত থেমে বিদ্রূপমিশ্রিত গলায় তমালকে বলে।) সব সময় সকলের কাছে আমার এগেইনস্টে না লাগালে বুঝি তোমার ঘুম হয় না ?

তমাল। তোমার এগেইনস্টে লাগিয়েছি কে বলল ? কি বলেছি আগে শোন।

শিখা। থাক্, আর শুনে কাজ নেই, অনেক শুনেছি।

[শিখা ভেতরের দরজার দিকে এগোয়।]

তমাল। শুনে যাও।

শিখা। একঘর লোকের সামনে কান ধরে ওঠ-বোসটা আর না-ই-বা করালে।

তমাল। সব সময় সবকিছু বাঁকা চোখে দেখ না শিখা।

শিখা। যেখানে যাচ্ছিলে, যাও—এখানে লেকচার দিয়ে সময় নষ্ট করতে বসো না।

তমাল। এ তোমার ভারী অন্যায় বৌদি, পুরোটা না শুনে—

শিখা। তুমি চুপ কর ঠাকুরপো, তোমাকে আর দাদার হয়ে দালালি করতে হবে না—আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না, বুঝেছ ?

[শিখা ভেতরে চলে যায়। ঘরের আবহাওয়া অস্বস্তিকর।]

তিলক। তুমি ফেলিওর মেজদা, তুমি হেরে গেছ—বৌদিকে তুমি তোমার দলে টান্‌তে পারলে না।

তমাল। বাড়ি-গাড়ি, হাজার রকম লাকসারীর স্বপ্ন যে সব সময় দেখছে তাকে বইপড়া বিদ্যে দিয়ে আমি কতোটুকু চেঞ্জ করতে পারি, বল্? নিজের এগজামপল্ দিলে ও আমাকে বোকা বলে উড়িয়ে দেয়—কঠিন একটা আঘাত না পেলে ও ওমনিই থাকবে।

তিলক। যাও, তুমি কাজে যাও।

[শান্ত পদক্ষেপে তমাল বাইরে চলে যায়।]

তুহিনা। সত্যি, বৌদিটা যে কি বুঝতেই পারি না।

তিলক। নিজেকে বুঝবার চেষ্টা কর, কাজ হবে, বৌদিকে আর বুঝে দরকার নেই।

তুহিনা। আস্তে কথা বল।

তিলক। ও আস্তেই বলি আর জোরেই বলি—ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। এই নে, সিনেমা দেখিস।

[তিলক তুহিনাকে কুড়ি টাকা দিতে যায়।]

তুহিনা। তুই রেখে দে, তোরই কাজে লাগবে।

তিলক। রাখ্ বলছি। (অগত্যা তুহিনা টাকাটা নেয়।) একশো একাশিটা অ্যাপলিকেশান্ করে এটা যোগাড় করে-ছিলাম ধোপে টিকল না—বড্ডো উইক্ রাশি আমার।

তুহিনা। আবার কর।

তিলক। বেকার—বেকার। জানিস, পানিপাঁড়ের জন্য এম. এ. পাসের অ্যাপলিকেশান্ পড়ছে—বিলেত ফেরত সব ইঞ্জিনীয়ার কেয়ারটেকার হবার জন্যে ছোটাছুটি করে জুতোর সুকতলা

খোয়াচ্ছে—রাস্তার ভিড়ে যার সঙ্গে ধাক্কা লাগবে জানবি সেই ব্যাটাই বেকার গ্র্যাজুয়েট। আর, আমি কোথায় আছি জানিস? এক বাইশতলা বিলডিং-এর গ্রাউণ্ড ফ্লোরে—দুঠ্যাং খোঁড়া, লিফট্ অব্দি হেঁটে যাবার ক্ষমতাও আমার নেই।

তুহিনা। পাগল! তুই একটি আস্ত পাগল।

তিলক। দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী কারা জানিস? ঐ পাগলারাই। যা, কাগজটা এনে দে। (তুহিনা কাগজ আনতে ভেতরে যায়।) তুনি কুড়ি, বাবা কুড়ি, ব্যানার্জি তিন, মনিদা পাঁচ, ন্যাপা দুই, বিভূতি ছয়, গোবিদা পাঁচ, গোপলা চার—ওরে বাবা! এ যে ষাট ছাড়িয়ে একসট্রা পাঁচ—প্লাস সিগ্রেট? যা শালা! ভদ্র-লোকের খাবার আর খাবইনা। (তুহিনা কাগজ এনে দেয়)। পাঁচটা টাকা ধার দে তো রে।

তুহিনা। বললুম এটা তুই রেখে দে। (কুড়ি টাকাই বের করে দেয় তুহিনা। তার থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে তিলক বলে।) আর দান করতে হবে না, কেটে পড়।

[তুহিনা ভেতরে চলে যায়। কাগজ পড়তে পড়তে হেসে ওঠে তিলক। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ভূতান।]

ভূতান। কিরে! অমন অভদ্রের মতো হ্যাঁঃ-হ্যাঁঃ করে হাসছিস কেন?

তিলক। এক ভদ্রলোকের ছেলে কি লিখেছে শোন।

ভূতান। কি?

তিলক। "সুবর্ণ বণিক্ প্রকৃত ফরসা, গৃহকর্মে নিপুণা, স্বাস্থ্যবতী, চব্বিশ-পঁচিশ বছরের পাত্রী চাই। বয়স ত্রিশ, শিক্ষক।

ব্র্যাকেটে দুশো পঁচিশ। মাটির খোলার ঘর ভাড়া করিয়া থাকি। কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। নিজের বিবাহ নিজেই দেখিয়া শুনিয়া করিতে ইচ্ছুক। কোন দাবি নাই। অমিয় রতন পাল।"

ভূতান। এতে হাসির হ'লটা কি শুনি?

তিলক। গরীব মাষ্টারের ঘোড়ারোগ! হাসির কথা নয়? "কোন দাবি নেই"—চালু মাষ্টার! সকলকে হাবা-ক্যাবলা—ঠাওরেছে—সুবর্ণ বণিক পাত্রী চাই, প্রকৃত ফরসা পাত্রী চাই, স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই, চব্বিশ-পঁচিশ বছরের পাত্রী চাই, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই—আর কি কি দাবি করবে বাবা তুমি সোয়াদুশোর মাষ্টার?

ভূতান। থাম তো। ভালো খবর-টবর কিছু থাকে তো বল?

তিলক। তুনির জন্যে?

ভূতান। আবার কার?

তিলক। কিচ্ছু-না-কিচ্ছু না। সবাই চায় ফরসা সুন্দরী অল-রাউণ্ডার—শুধু একটায় ওস্তাদ হ'লেই হবে না। বিয়ের পিঁড়েয় বসতে যদি চাও তো প্রকৃত ফরসা তোমাকে হ'তেই হবে—তারপর অন্যকিছু।

ভূতান। কালো কুৎসিত মেয়েরা তা হ'লে কোথায় যাবে?

তিলক। ঘরে ব'সে পচবে—মাষ্টারণী হবে, নার্স হবে—মরবে।

ভূতান। চমৎকার!

তিলক। বিয়ের সময় কালো মেয়ে বিয়ে করতে যে কিছুতেই এগুচ্ছে না, তাকেই কিন্তু দেখবে ফরেইন-এ কালোর ওপর

অত্যাচারের এগেইনস্টে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে—এ-এক পিকিউলিয়ার টাইপের সাইকোলজি ভূতানকাকু! তোমার মাথায় এ ঢুকবে না আরে—আরে, তোমার আঙুলে কি হ'ল?

ভূতান। আর বলিসনি, কাল সেই হাওড়া থেকে হাজরা পর্যন্ত আমার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে এলো একটা লোক - থেঁতলে গেছে। কি আর বলি বল? অফিসে বড়সাহেব বড়বাবু থেঁতলাচ্ছে, বাজারে দোকানদার পাওনাদার থেঁতলাচ্ছে, ঘরে আত্মীয় স্বজন সবাই মিলে থেঁতলাচ্ছে, যাতায়াতের সময় টুকুই-বা ফাঁকা থাকবে কেন? সহযাত্রীরা থেঁতলাচ্ছে। ঘেন্না ধরে গেল—ঘেন্না ধরে গেল।

তিলক। লাগিয়েছ কিছু?

ভূতান। ডেটল লাগিয়ে ছিলাম।

তিলক। একেবারে হাঁ করে আছে যে?

ভূতান। থাক দুচার দিন, ওর ওপর আর খরচা করতে চাই না।

তিলক। সেপটিক্ হ'লে ঠ্যালা টের পাবে। ঘর আর অফিস ছেড়ে হাসপাতালে ছুটতে হবে।

ভূতান। ছুটতে হয় ছুটবো—কি জন্যে এলাম—আর হতচ্ছাড়া আমাকে হাসপাতালে পাঠাচ্ছে হ্যাঁরে, তালতলা থেকে কেউ তো এখনো আসেনি, না?

তিলক। না, কে আবার আসবে?

ভূতান। তুনিকে দেখতে আসবার কথা, কাল ঘোষদাকে বলে গেলাম।

তিলক। বৃথা চেষ্টা ভূতানকাকু—

[তুহিনা ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়ালো।]

ভূতান। হ্যাঁরে তুনি, ঘোষদা তোকে বলেনি কিছু ?

তুহিনা। কিসের ?

ভূতান। তালতলা থেকে আজ লোক আসবে। বলেনি ?

তুহিনা। না।

ভূতান। আশ্চর্য ! ঘোষদা কোথায় ?

তুহিনা। পার্কে।

ভূতান। তিলু, তুই একবার দ্যাখ, ছেলের দু' বন্ধু আসবে—অতো করে বলে গেলাম—ভুলে গেল—ওরা হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বে। যা, একটু পা চালিয়ে যা।

তিলক। বলছ, যাচ্ছি। যারা আসবার তারাও হয়তো আসবে। কিন্তু—ঐ এক বিরাট 'কিন্তু' ভুতানকাকু—'কিন্তু' প্রব্লেম করে যে সলভ হবে ?

ভূতান। তোর 'কিন্তু'-দর্শন পরে শুনবোখন—এখন যা তো তুই।

[তিলক চলে যায়। গম্ভীর সংযত গলায় তুহিনা বলে।]

তুহিনা। আর কতো লোক আমায় দেখতে আসবে বলো তো ভূতানকাকু ? বাবা-মেজদা-তুমি কতো লোককেই তো ডেকে আনলে—ইন্টারভিউর পর ইন্টারভিউ দিয়েই যাচ্ছি—সিলেক্ট তো আর কেউ করছেই না ?

ভূতান। একজায়গায় নয় আর একজায়গায় ঠিক লেগে যাবে—চেষ্টা করতে হবে না ?

তুহিনা। সবাই মিলে তোমরা আমাকে তাড়াতে চাইছ কেন বলো তো?

ভূতান। এই তো হয়ে আসছে।

তুহিনা। হয়ে আসছে কেন?

ভূতান। তোর এ 'কেন'র কি উত্তর দিই বল তো?

তুহিনা। উত্তরই নেই উত্তর দেবে কি? এবার কি করি দেখবে!

ভূতান। কি?

তুহিনা। পালাবো।

ভূতান। কোথায়?

তুহিনা। অনেক দূরের গ্রামে।

ভূতান। সেখানে গিয়ে কি করবি?

তুহিনা। স্কুল মিসট্রেসের চাকরী নেব—তোমাদের নাগালের মধ্যে আর থাকবো না—থাকলেই তোমাদের মাথা ব্যথা—খরচা।

ভূতান। দূর পাগলী, সবাই তোর ভালো চায় এটা তো বুঝিস? যা, একটু সাজগোজ করে আয় দিকি। কথা দিয়েছি—ওরা সব এসে পড়লো বলে—যা—যা।

[তুহিনা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভেতর যায়। ব্যস্তভাবে ঘরে এসে ঢুকলো আদিত্য।]

আদিত্য। একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম—তুমি রেডি হয়েছ?

ভূতান। মেয়েটা একেবারে বিরক্ত হয়ে গেছে ঘোষদা—অনেক করে বলার পর এই ভেতরে গেল—ওরই-বা কি দোষ দিই বলুন—সহ্যের একটা সীমা তো আছে—আমরাই সময় সময় কনট্রোল হারিয়ে ফেলি, ও তো ছেলেমানুষ।

আদিত্য। আমারও যে আজকাল কি হয়েছে—তুমি অতো করে বলে গেলে—দাঁড়াও দেখি—বৌমা—বৌমা—কিছু আর ভালো লাগছে না ভূতান—দিন দিন কেমন যেন ক্ষ্যাপাটে হয়ে পড়ছি। (শিখা ভেতরের দরজায়।) ভালো একটা চাদর দাও তো—এটাও পালটে দেওয়া যাক, কি বলো? একটা টেবিলক্লথও দাও। (শিখা ভেতরে চলে যায়।) পরদাগুলোরও যা অবস্থা হয়েছে—থাক্। (ঘরের দু-একটা জিনিস ভূতান ও আদিত্য সেট্ করে দেয়। তিলক মিষ্টি নিয়ে ভেতরে চলে যায়। শিখা চাদর আর টেবিলক্লথ্ নিয়ে আসে।) দাও। (তিলকও এসে ঘরে ঢোকে। তিলক ও শিখা—চাদর ও টেবিলক্লথ্ পেতে দেয় তাড়াতাড়ি। বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।) ছ্যাখ তিলু—ছ্যাখ। (তিলক ও ভূতান বাইরের দরজায় যায়। ঘরে এসে ঢোকে পাত্রের দুবন্ধু—মিতুন বিশ্বাস ও নির্ঝর মৌলিক। শিখা ও আদিত্য ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে যায়।]

তিলক। আসুন—আসুন। বসুন।

[ওরা দুজনে বসে]

মিতুন। আমাদের কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ছিল।

তিলক। একমিনিট।

[তিলক ভেতরে যাবে ইতিমধ্যেই তুহিনাকে নিয়ে আদিত্য ঘোষ ঘরে ঢোকে। ওরা উঠে দাঁড়ায়।]

আদিত্য। বসো—বসো।

ভূতান। ইনিই আদিত্য ঘোষ—মেয়ের বাবা—আর এই তিলক হচ্ছে মেয়ের ছোড়দা।

[নমস্কার প্রতিনমস্কারের পালা শেষ হয়।]

নির্ঝর। কি নাম আপনার?

তুহিনা। তুহিনা ঘোষ।

নির্ঝর। কোন্ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন?

তুহিনা। বিবেকানন্দ।

নির্ঝর। কি করছেন এখন?

তুহিনা। হিসট্রি নিয়ে এম. এ. পড়ছি।

নির্ঝর। প্রাইভেটে?

তুহিনা। না, রেগুলার।

নির্ঝর। আচ্ছা, এতো সাবজেক্টের ভেতর হিসট্রিতে আপনি ইন্টারেস্টেড্ হ'লেন কেন? ইট ইজ রিয়েলি এ ডাল সাবজেক্ট।

তুহিনা। আমার ভালো লাগে।

নির্ঝর। একজনের উত্থান আর একজনের পতন—নতুন কি আছে এতে?

তুহিনা। নেই বা বলছেন কি করে—আজ যেটা নতুন, কাল সেটা পুরোনো—আজ যেটা বর্তমান, কাল সেটা অতীত—ইন্টারেসটিং নয়?

নির্ঝর। হ'তে পারে।

মিতুন। আচ্ছা, মিস ঘোষ?

তুহিনা। বলুন?

মিতুন। আধুনিক কবিতা-গান আপনার কেমন লাগে?

তুহিনা। ভালোই লাগে।

মিতুন। আধুনিক পোশাক?

তুহিনা। আধুনিক পোশাক বলতে আপনি কি মিন করতে চান বলুন?

মিতুন। মডার্ণ ড্রেস, আপ-টু-ডেট মেয়েরা যা পরে রাস্তায় বেরুচ্ছে।

তুহিনা। সিম্পল পোশাকই আমি লাইক করি—তবে আপনার ভাষায় আপ-টু-ডেট মেয়েরা মডার্ণ ড্রেস পরে যদি আনন্দ পায় আমার তাতে বলবার কি থাকতে পারে?

নির্ঝর। কি ধরনের সিনেমা আপনি লাইক করেন?

তুহিনা। মানে?

নির্ঝর। মানে, এই ধরুন—সিরিয়াস-লাইট, সিরিও-কমিক?

তুহিনা। এটা কি বলা যায়? এটা মুডের ওপর ডিপেনড করে, তবে ভালো ডাইরেক্টারদের বই—সে যে ধরনেরই হোক না কেন, আমি দেখি—মন্দ লাগে না।

নির্ঝর। গান জানেন আপনি?

তুহিনা। সামান্য।

নির্ঝর। নাচ?

তুহিনা। না।

নির্ঝর। রান্না?

তুহিনা। কিছু কিছু জানি।

মিতুন। কাঁথা-শিল্প জানেন?

তুহিনা। না।

মিতুন। আলপনা?

তুহিনা। ওগুলো কি আজকাল খুবই দরকার?

মিতুন। অরডিনারী মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে এগুলোর দরকার আছে বৈকি। বুনতে জানেন?

তুহিনা। না।

মিতুন। পুরোনো শিল্পগুলো এক-একটা করে রিভাইভড্ হচ্ছে এ আপনার জানা উচিত ছিল।

তুহিনা। হ'তে পারে, এ খবরটা সত্যিই জানতাম না।

[শিখা দুজনের খাবার নিয়ে আসে। তিলক গিয়ে জল এনে দেয়।]

ভূতান। ওর মেজবৌদি।

[শিখা মিষ্টি করে হেসে নমস্কার জানায় শুধু মাথা নিচু করে। খেতে খেতেই কথা চলছে।]

নির্ঝর। আচ্ছা, কখন আপনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ ফিল করেন।

[খাবার দিয়ে শিখা ভেতরে চলে যায়।]

তুহিনা। ভালো একটা বই পড়লে।

নির্ঝর। রাগ কখন হয়?

তুহিনা। এ সবগুলো কি আপনাদের না জানলে নয়?

নির্ঝর। জানেন তো মিস ঘোষ, ম্যারেজ ইজ নাথিং বাট টেম-পারামেন্টাল অ্যাডজাস্টমেন্ট। আমরা আপনার মুডগুলোকে অম্বরের মুডের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছি—বলুন, কখন আপনার রাগ হয়?

তুহিনা। ফরনাথিং কেউ যখন টিজ করে।

নির্ঝর। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি আসুন।

তুহিনা। আর কিছু জিগ্‌গেস করবেন না—শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার কোন্‌টা টলারেট করতে পারি না, বাচ্চা-বুড়ো-যুবকের কে মরলে বেশি ফিল করি—পোয়েট-প্লিডার-পলিটিশিয়ানের মধ্যে কাকে বেশি হেট করি।

নির্ঝর। আপনি দেখছি বেশ ইরিটেটেড্‌ হয়ে পড়েছেন ?

ভূতান। না—না, ইরিটেটেড্‌ হবে কেন ?

তুহিনা। আমি যেতে পারি ?

নির্ঝর। আসুন। (তুহিনা ভেতরে চলে যায়।) আচ্ছা—আজ তাহলে আমরা চলি।

ভূতান। এসো। দেখে শুনে গেলে—কাল বিকেলের দিকে যাব।

নির্ঝর। আপনি আর কষ্ট করবেন কেন আমরা চিঠিতেই জানাব। চলি আজ। নমস্কার।

[ওরা চলে যায়। ভূতানও যায় ওদের সঙ্গে। যাবার আগে সে ইঙ্গিতে আদিত্যকে জানিয়ে যায়, সেও যাচ্ছে। রাগে ফেটে পড়ে তিলক।]

তিলক। জুতিয়ে মুখ লম্বা ক'রে ছাড়তে হয়।

আদিত্য। বলছিস কি !

তিলক। বলা নয় কাজে দেখাতে হয়—ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিতে হয়।

আদিত্য। যেখানে কাজ হবে—

তিলক। কাজ হবে না ঘোড়ার ডিম হবে।

আদিত্য। অত আলাপ-আলোচনা করল ?

তিলক। সকলের সঙ্গে মজা করল।

আদিত্য। মজা করল!

তিলক। হ্যাঁ।

আদিত্য। কেন?

তিলক। তুনিকে দেখেই ওদের পছন্দ হয়নি সে বুঝবার ক্ষমতা তো তোমার হয়নি!

আদিত্য। পছন্দ হয়নি কেন?

তিলক। আবার কেন? তোমার মেয়ের রূপ দেখে।

আদিত্য। তিলু!

তিলক। তোমাকে রিকোয়েস্ট্ করছি বাবা, তুমি আর তুনির জন্যে চেষ্টা করো না। ওর বিয়ে হবে না। ওকে একটু ফিল কর। নিজেও তো বিরক্ত হয়ে গেছ—এবার ছেড়ে দাও—রোজ একটা সিন ক্রিয়েট ক'রে লাভ কি?

আদিত্য। বাজে বকিসনি—বাজে বকিসনি।

তিলক। বাজে বকা নয় বাবা, সত্যি কথা বলো তো, তুমি বিরক্ত হওনি? আগে লোক এলে একগাদা খাবার আনতে, এখন দুটো সিঙ্গারা দুটো মিষ্টি খাইয়ে বিদেয় করছো—আজ ওকে দেখতে আসবে তুমি ভুলেই গিয়েছিলে।

আদিত্য। হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, তাতে হয়েছে কি? আমার মেয়ে ওর ভবিষ্যৎ আমিই দেখব, তোর মাথা ঘামাতে হবে না।

তিলক। তোমার মাথা তুমি যতো খুশি ঘামাও—তাই ব'লে যে আসবে সেই ওকে নিয়ে মজা করবে এ আমি চাই না।

আদিত্য। তুই চাইবার কে হতচ্ছাড়া?

তিলক। আমি ওর দাদা।

আদিত্য। ওঃ! ' দাদা! সবাই দাদাগিরি ফলাতে এসেছে? বড়ো বড়ো চার দাদা বর্তমান থাকতে এই বুড়ো বয়সে সব কিছুর জন্যে কেন আমাকে মাথা ঘামাতে হয়? কেন ওকে ঘরে ব'সে বাপের অন্ন ধ্বংস করতে হয়।

[ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়ালো তুহিনা।]

তুহিনা। সত্যিই আমি ঘরে ব'সে তোমার অন্ন ধ্বংস করছি বাবা—আর ক'টা দিন সময় দাও এম.এ.-টা পাস ক'রে—

[ঘর ছেড়ে চলে যায় আদিত্য। তুহিনার চোখের কোণে জল।]

তিলক। কাঁদছিস কেন? ফাইট্ কর। মোটা মোটা বই ঘেঁটে শিখেছিস শুধু সেনটিমেনটালিজম—যতো সব!

[দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে যায় তিলক। কয়েক মুহূর্ত বাদে তুহিনাও এ-ঘর থেকে ভেতরে যায়। শিখা এসে ঘরে ঢোকে। মুখে চোখে বিরক্তির ভাব। সে প্লেটগুলো গুছোতে যায়, বাইরের দরজায় এসে দাঁড়ালো তমাল।]

তমাল। কারা এসেছিল?

শিখা। ঠাকুরঝিকে দেখতে।

তমাল। কিছু হ'ল?

শিখা। কি আবার হবে? দেখে ঠোঁট উল্‌টে চলে গেল—যা বিশ্বসুন্দরী তোমার বোন!

তমাল। শিখা! ইউ মে বি কনসাস্ অফ ইয়োর বিউটি—বাট্ ইউ শুড্ নট বি প্রাউড্ অফ ইট্।

শিখা। লাগল বুঝি বোনকে বিশ্বসুন্দরী বললাম ব'লে?

তমাল। তোমার মনটা শুধু নীচুই নয়, কথাবার্তাগুলোও ইতর, অভদ্রের মতো।

শিখা। আমি ইতর, অভদ্র? আর তুমি? তুমি কি? আদিত্য ঘোষের গাধা!

তমাল। সহজভাবে কথা বলতে শিখলে আজ পৃথিবীর সবাইকে তুমি অন্য চোখে দেখতে।

শিখা। অনেক দেখেছি, আর দেখে আমার কাজ নেই।

তমাল। শিখা, একটা মেয়েই একটা সংসারে সকলকে আপন করে নিয়ে সুখের স্বর্গ গড়তে পারে—গোটা সংসারে শান্তি আনতে পারে একটা মেয়েই—

শিখা। থাক্—থাক্, জ্ঞানের ফোয়ারার স্পিড্ আর বাড়িয়ে কাজ নেই—আমি স্বীকার করছি জজ সাহেব, আমিই একে নরক বানিয়েছি, সকলের শান্তি কেড়ে নিয়েছি—কে বলেছিল আমাকে এখানে নিয়ে আসতে?

[সামান্য হাসে তমাল। শিখার ব্যবহারে তার হাসিই পায়। শেষে বলে।]

তমাল। তোমার মত নিয়ে—তোমার কাকাই একদিন তোমাকে এ বাড়িতে দিয়ে গিয়েছিলেন—ভুলে গেলে?

শিখা। ভুল—ভুল করেছিলেন—পচা পাঁকের মধ্যে এনে ফেলছেন জানলে কখনই দিয়ে যেতেন না।

তমাল। পচা পাঁকেই পদ্মফুল ফোটাও না?

শিখা। আমাকে মাপ করুন মাষ্টার মশাই, আমি পারবো না।

তমাল। সত্যিই তুমি পারবে না?

শিখা। যাও—যাও, ঘরে গিয়ে ব'সে ঘড়ি বিক্রীর হিসেব মেলাও গে। যাও, ফালতু বকে সময় নষ্ট করো না।

[অপলক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত শিখার দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে একটা 'হুঁ' ব'লে ভেতরে চলে যায় তমাল। কালো রং-এর স্যুট পরে বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে তড়িতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুদর্শন কিরীট সোম।]

কিরীট। তড়িৎ আছে বৌদি ?

শিখা। ঠাকুরপো তো এখনো ফেরেনি। দাঁড়িয়ে কেন ? বসো।

কিরীট। এতো গম্ভীর—কি ব্যাপার ?

শিখা। তোমার তমাদা জ্ঞান দিয়ে ওপরে গেলেন, হজম করছি।

কিরীট। রিয়েলি, এতো বছর ধরে দেখেও তমাদাকে আমি আজ অব্দি বুঝে উঠতে পারলাম না বৌদি। কি যে ভাবে, কি করে —কে জানে ? ফোড়েগুলোই ওর মাথা খেয়েছে। অল্ হ্যাগারড্স-ভ্যাগাবনডস্।

শিখা। নিজের ভালো যারা বুঝতে শেখেনি তাদের এমনিই হয়। ইউনিয়ন নিয়ে না মাতলে এতোদিনে সুপারভাইজার হয়ে যেত— ছাঁটাই-এর খাতায় নাম লেখাতেও হ'ত না, সারাদিন ধরে ছোটলোকের মতো হাঁ করে দোকানে ব'সে হাত কামড়াতেও হ'ত না। নিজের জীবনটার বারোটা বাজাল— সেই সঙ্গে আমাকেও পথে বসাল। ক্যালাস্!

কিরীট। পথে বসেছ তুমি কে বলল তোমায় ?

শিখা। বাকী আর কি আছে ? সব সময় ঘরে বন্দী হয়ে বারো

ভূতের বেগার খাটছি। হৈ-হুল্লোড়-মজা করতে তো ভুলেই গেছি। বললাম—'সার্কাস এসেছে, চলো, দেখে আসি।' ওমনি জ্ঞান—'দেশ জুড়ে সার্কাস হচ্ছে তাই ছাখ, আমরাই জন্তু-জানোয়ার,আমরাই জোকার'। 'জানো, চিড়িয়াখানার সাদা বাঘ আমি আজ অব্দি দেখিনি—একদিন বলেছিলাম'—ওমনি জ্ঞানের তুবড়ী—'চারপাশের বাঘ-সিংহ-শেয়াল দেখে আমি টায়ার্ড, পয়সা খরচা করে খাঁচার বাঘ-সিংহ-বাঁদর দেখবার এনারজি আমার নেই। আমার জীবনটা একেবারে তেতো হয়ে গেছে ঠাকুরপো—কতো কি কল্পনা করেছিলাম একদিন। কতো মিষ্টি স্বপ্ন—কতো আশা—তুমি—(মুগ্ধদৃষ্টিতে শিখার দিকে তাকিয়েই রয়েছে কিরীট। শিখা সামান্য অপ্রস্তুতে পড়ে যায়। সামান্য হেসে সে বলে।) অমন করে কি দেখছ ?

কিরীট। তোমাকে।

শিখা। ওমনি চোখে দেখ না ঠাকুরপো, অন্যের বিয়ে-করা বৌ আমি—পাপ হবে।

কিরীট। পাপপুণ্যের বিচার পরে করতে বসো, এখন তোমার হাতের এককাপ চা তো খাওয়াও।

শিখা। এসো।

[ওরা দুজনে ভেতরে যাবার আগেই ঘরে এসে ঢোকেন আদিত্যবাবু।]

কিরীট। কেমন আছেন কাকাবাবু?

আদিত্য। আছি বেঁচে। তুই কেমন আছিস ?

কিরীট। ভালো।

আদিত্য। প্রোমোশান পেলি ?

কিরীট। হাঁ—সেলস্ ম্যানেজার হয়েছি, সে তো তিনমাসের ওপর হয়ে গেল—আপনাকে তো বলেছিলাম।

আদিত্য। বলেছিলি ? হবে, কি যে হয়েছে আমার আজকাল, সব ভুলে যাই। তমা কোথায় বৌমা ?

শিখা। এই তো ওপরে গেল।

আদিত্য। দেখলাম না তো ? (দুজনে চলে যায়। একবার ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দেখল আদিত্য। বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢুকলো তড়িৎ।) কিরে, এতো দেরি করলি আজ ?

তড়িৎ। দাদা ফোন করেছিল—একবার ঘুরে এলাম।

আদিত্য। ফোন করেছিল, কেন ?

তড়িৎ। বুধবার মায়ের বাৎসরিক কাজ—সবাইকে যেতে বললে—খাওয়া-দাওয়ার অ্যারেনজমেণ্ট করেছে। (হেসে উঠলো আদিত্য) হাসছো যে ?

আদিত্য। তিনবার বিলেত ঘুরে এসে তোর দাদা দেখছি এক জগাখিচুরি মার্কা সাহেব হয়েছে। রোজ বৌ নিয়ে বারে যাচ্ছে, ঘরে মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করছে—ওয়ানডারফুল! তিলু—তুনি—তমা—কই রে—

তড়িৎ। তুমি দাদার সঙ্গে বড্ডো রাফ্ ব্যবহার কর বাবা।

আদিত্য। উইল ইউ প্লিজ ষ্টপ ? নেমতন্ন পেয়েছিস চুপচাপ গিয়ে সবাই লাইন দিয়ে খেয়ে আয় গে যা। (তমাল, তুহিনা ও তিলক এসে ঘরে ঢোকে। তারা উদ্‌গ্রীব) এই যে তোরা সবাই আছিস—আমি বলে রাখছি, আমি বেঁচে থাকতে যার যতো

খুশি আমাকে তোরা অপমান কর, আই হ্যাভ্ নো অবজেকশান, কিন্তু আমি চোখ বুজবার পর ন্যাড়ামাথায় আমার শ্রাদ্ধ করে আমার আত্মার অপমান কেউ করতে পারবে না। কিছুতেই না।

[আদিত্য ঘোষের ব্যবহারে সবাই একেবারে হতভম্ব। মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে।]

++

গন্ধরাজের জন্ম ● তিন

++

[বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। সন্ধ্যে সাতটা। ইজিচেয়ারে ব'সে একটা মোটা বই-এর পাতা ওলটাচ্ছেন আদিত্য ঘোষ। বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢুকলো শিখা। খুব সেজেছে শিখা। শিখা সুন্দরী, আজ তাকে দেখে আরও সুন্দরী মনে হচ্ছে। সে ভেতরে ঢুকতে গেলে তাকে ডাকে আদিত্য।]

আদিত্য। বৌমা—দাঁড়াও।

[থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে কথা বলে শিখা।]

শিখা। বলুন।

[শিখার উগ্র পোশাকের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আদিত্য বলে।]

আদিত্য। কোথায় ছিলে সারাদিন ?

শিখা। বেরিয়েছিলাম।

আদিত্য। কোথায় ?

শিখা। কাজে।

আদিত্য। কি এমন কাজ ছিল যার জন্যে ঘরের বৌ হয়ে গোটাদিন তোমাকে বাড়ির বাইরে থাকতে হ'ল ?

শিখা। আমি আজ থেকে কাজে জয়েন্ করেছি।

আদিত্য। কি বললে! কাজে জয়েন করেছ ?

শিখা। হ্যাঁ। কস্তুরী ইনডাসট্রিজ্-এর রিসেপশানিস্ট।

আদিত্য। তুমি রিসেপশানিস্ট্?

শিখা। হ্যাঁ। সার্টিফিকেটগুলো পোকায় কাটছিল, তাই কাজে লাগিয়ে ছিলুম—আপনার ছেলের মতো ওগুলো ঘরে রেখে পচিয়ে তো কোন লাভ নেই!

আদিত্য। খু-উ-ব ভালো করেছ। কিন্তু একটা কথা না ব'লে যে পারছি না বৌমা।

শিখা। বলুন।

আদিত্য। কাজ করবার কি এতোই দরকার হয়ে পড়েছিল তোমার?

শিখা। ফরনাথিং ঘরে ব'সে নিজেকে আলসে করেই বা লাভ কি বলুন? এতে তবু দু-চার জন ভদ্রলোকের সঙ্গে মেশা যায়।

আদিত্য। হয়েছে বৌমা, আর কিছু শুনতে চাই না। তবে এখনো জীবিত রয়েছি যখন তখন কাজটা নেবার আগে একবার আমাকে জানানো উচিত ছিল না কি? অবিশ্যি তুমি নিজে যা ভালো বুঝেছ তাই করেছ—আজকাল তো আর পরিবারে কর্তা-মাতব্বর কেউ নেই, সবাই স্বাধীন, যে যার খুশিমতো চলছে, চলবেও।

শিখা। আপনি কি বলতে চান, সব সময় সকলের পারমিশান নিয়ে আমাকে চলতে হবে? সকলের পারমিশান পেলে তবে আমি কোন একটা কাজ করতে পারবো?

আদিত্য। যাও, গিয়ে রেস্ট্ নাও—ইউ আর টায়ার্ড। (চূড়ান্ত বিরক্ত শিখা ঘর ছেড়ে চলে যায়।) বেশ চলেছে আমার

সংসার—অদ্ভুত! (বাইরে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে তমাল।) কিরে?

তমাল। একটু তাড়াতাড়িই দোকান বন্ধ করে চলে এলাম। ওরা এখনো আসেনি?

আদিত্য। না—এক্ষুণি এসে পড়বে হয়তো। (কয়েক মুহূর্ত থেমে শান্ত-সংযত গলায় বলেন।) একটা কথা তমা—

তমাল। বলো?

আদিত্য। বৌমা অফিসে জয়েন্ করেছে এটা আমাকে জানালে তোর কি ক্ষতি হ'ত? আমি বাধা দিতাম? সবাই মিলে প্রতি ষ্টেপে তোরা যদি এমনিভাবে আমাকে অপমান করতে চাস্—কর্।

তমাল। বলছ কি তুমি! কোন্ বৌমা কাজ করছে?

আদিত্য। তোর বৌ।

তমাল। অ্যাঁ! তোমাকে কে বলল?

আদিত্য। সে নিজেই বলল—অফিস থেকে এলো দেখলাম।

তমাল। অফিস থেকে এলো! আমি তো কিছুই জানি না।

আদিত্য। কি একটা ইনডাসট্রিজ্ বলল তার রিসেপশানিস্ট্ হয়েছে।

তমাল। ওঃ!

[তমাল ভেতরে চলে যায়। বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢুকলো ভূতান।]

ভূতান। ঘোষদা, ওঁনারা এসে গেছেন।

আদিত্য। কোথায়—কোথায়?

ভূতান। দাদার সঙ্গে গল্প করছেন—নিয়ে আসবো ?

আদিত্য। যাও—আমি দেখছি এদিকে। ওতে কি ?

[ভূতানের হাতের মিষ্টির ভাঁড় দেখিয়ে আদিত্য বলে]

ভূতান। ক'টা মিষ্টি—আপনি খাবেন।

আদিত্য। কেন এনেছ ? পয়সা বেশি হয়েছে বুঝি ?

ভূতান। আজ সোমার জন্মদিন, আমার আনন্দটা আমাকে প্রকাশ করতে দিন।

আদিত্য। না, আনন্দ প্রকাশ করতে হবে না। অভাব-অনটনের সংসারে জোর করে আনন্দ প্রকাশ করলে পরে নিরানন্দই নেমে আসে, জানো না তুমি ?

ভূতান। জানি ঘোষদা।

আদিত্য। তবে ?

ভূতান। আমার জীবনের সব খবরই তো আপনি জানেন। দুঃখ ছাড়া সুখ বলে যে পৃথিবীতে একটা বস্তু আছে কখনো মনেই আনি না। অকারণ হাসির মধ্যে ডুব দিয়ে নিজেকে ভুলিয়েই রাখি। শান্ত যদি আজ বেঁচে থাকতো—সোমা যদি তার অপদার্থ বাবাটাকে মাঝেমধ্যে একটু মনে করতো --

[ভূতানের গলা ভারী হয়ে আসে।]

আদিত্য। অকৃতজ্ঞ কুলাঙ্গার, স্বার্থপর স্বামীর লেজ ধরে সমাজের উঁচু তলায় উঠতে সে ব্যস্ত, গরীব বাবাকে ভুলে বড়লোক বন্ধুদের নিয়ে সে ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে, আর তুমি তার জন্মদিনে লোককে মিষ্টি বিলোচ্ছ ? অদ্ভুত !

ভূতান। মনটা যে মানে না দাদা, বড্‌ডো দুর্বল হয়ে পড়ি—ও আমার সঙ্গে যেমনি ব্যবহারই করুক, আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না ঘোষদা, আমি ওর বাবা।

আদিত্য। ভুলতে হবে—নিজের বিবেকের গলাটিপে মারতে হবে—যে যেমনি তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করতে হবে—এই-ই এখন নিয়ম—এই চলছে এযুগে। যাও—যাও, নিজে দুর্বল হয়ে আমাকে আর দুর্বল করো না—আমি এখন শক্ত পাথর।

ভূতান। আপনি খাবেন কিন্তু।

আদিত্য। তুমি দিয়েছো খাব না? ভাব কি আমাকে তুমি?

ভূতান। আপনাকে কি ভাবি, আপনি আমার কে, মরে গেলেও সেকথা উচ্চারণ করবার ক্ষমতা আমার নেই।

[ধীর পায়ে ভূতান বাইরে চলে যায়।]

আদিত্য। তুনি—তুনি—তিলু—

[আদিত্য ভেতরে যায়। তিলক দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে বাইরে চলে যায়। শিখা ও তমাল এসে ঢোকে। তমাল ভীষণ রকম শান্ত। শিখাকে দেখে মনে হয় সে যেন তেলে-বেগুনে জ্বলছে।]

শিখা। আমার সব ব্যাপারে সবাই মিলে নাক গলাক আমি কখনোই টলারেট্ করবো না। তুমি তোমার বাবার গর্দভ বলে কি আমাকেও তাই হ'তে হবে? গর্দভ হয়ে সকলের ভার বইতে আমি জন্মাইনি। আমি আমার খুশিমতো চলব, এতে কে কি ভাবল-না-ভাবল অতো দেখবার আমার দরকার নেই। এ বাড়িতে সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি—অসহ্য!

তমাল। আমাকে একবার জানানোটাও প্রয়োজন বলে মনে হয়নি তোমার ?

শিখা। অ্যামবিশান বলে যার কিছু নেই—ভালো চাকরী ছেড়ে যে দোকানদার হয় তাকে অ্যামবিশানের কথা বলে ঘণ্টাটা কি হবে শুনি ?

তমাল। চাকরীটা পেলে কি করে ?

শিখা। অ্যাপলিকেশান করেছিলাম। চাকরী করতে চাইলে আমার চাকরীর অভাব নাকি ?

তমাল। ব্যবস্থাটা কে করেছে বলো ?

শিখা। শুনবে ?

তমাল। হ্যাঁ।

শিখা। কিরীট ঠাকুরপো।

তমাল। কিরীট !

শিখা। কিরীটের নাম শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়ল যে ?

তমাল। এতোটা প্রশ্রয় ও পেল কি করে ?

শিখা। প্রশ্রয় নয়, বল অধিকার। মানুষের উপকার মানুষই তো করে থাকে।

তমাল। না, করে না—সর্বনাশ করে।

শিখা। নতুন কথা শিখলাম।

তমাল। চূড়ান্ত নোংরামিকে তুমি আজ উপকার ভেবে ভুল করছো শিখা, প্লিজ তুমি—

শিখা। সব কিছুতে নোংরামির গন্ধ কারা পায় জানো ? যারা নিজে নোংরা।

তমাল। শিখা!

শিখা। চাকরী ছেড়ে দোকানে ব'সে তুমি নিজে যা করে চলেছ সেটা বুঝি নোংরামি নয়?

তমাল। শিখা!

শিখা। সত্যি কথা মুখের ওপর বললে সবাই ক্ষ্যাপে। (তুমি অনেকের মুক্তির পথ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছ, আমি নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছি—আমাকে আমার পথে চলতে দাও। আমি তোমায় বাধা দিয়েছি? (একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেছে তমাল।] খাঁচায় বন্দী হয়ে ডানা ঝট্‌পট্‌ করে মরতে আমি রাজী নই। মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছি—সঙ্গে একটা ব্যাটাছেলে চাই তো—ওকেই তাই বেছে নিয়েছি—দস্তুরমতো সেলস্‌-ম্যানেজার ও, তোমার মতো ছ্যাঁচড়া দোকানদার নয়।

তমাল। শিখা!

শিখা। কি?

তমাল। ভদ্রভাবে কথা বলো, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।

শিখা। তাতে আমার কি? আমি তো ছোটোলোক। যার বাপ মা কাকা কেউ ভদ্রতা শেখেনি তাদের বাড়ির মেয়ে আমি ভদ্রতাটা শিখবো কোত্থেকে বলো? ইঁদুরের বাচ্চা ইঁদুরই হয়, খরগোশ হয় না।

তমাল। চুপ করবে তুমি, না আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাব?

শিখা। তোমার বোনকে দেখতে আসবে—তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে এসেছো, তুমি যাবে কি—দরকার পড়লে ও কাজটা

আমিই করবো। (তিলক এসে বাইরের দরজায় দাঁড়ায়।) সবাই মিলে তো সেই চেষ্টাই করছো।

[শিখা তিলুকে দেখে দ্রুত ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে যায়।]

তিলক। মেজদা!

ভূতান। আসুন—আসুন।

[তিলক ঢুকে ভেতরে চলে যায়। বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢোকে পরীক্ষিত সরকার, কীর্তিভূষণ ঘোষ ও ভূতান। ভূতান ও তমাল দুজনকে খাতির করে বসায়। আদিত্যবাবু ঢুকলেন। দুজনকে নমস্কার করলেন।]

আদিত্য। কেমন আছেন?

পরীক্ষিত। আর আছি, একপা এগিয়েই রয়েছি, এবার চললুম বলে গেলেই ঝামেলা মিটে যায়।

আদিত্য। সে কি!

পরীক্ষিত। বাইরেটা এমনি দেখছেন, ভেতরটা একেবারেই ফাঁপা; সব শুকিয়ে গেছে। এই শেষ কাজটা ভালোভাবে মিটিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ বুজলেই আরাম পাই—গোটা জীবনটা ধরে তো একটার পর একটা ঝক্কি-ঝামেলা পোয়ালুম—শরীর আর কতো সইবে। (তিলক তুহিনাকে সঙ্গে করে ঢোকে। তুহিনা সকলকে প্রণাম করল।) সবাই আশীর্বাদ করল। সিতুর মা দেখে গেছে তবু নিজের চোখেই মাকে একবার দেখতে এলুম। পরে আবার মনে না হয় বেচাকেনায় ঠকে গেলুম।

[পরীক্ষিত হাসে।]

আদিত্য। ভালো করেছেন—আপনি আর কীর্তিবাবু এসেছেন এ আমার কম সৌভাগ্যের কথা।

পরীক্ষিত। মায়ের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলি ?

আদিত্য। নিশ্চয়ই।

পরীক্ষিত। মায়ের নামটি কি ?

তুহিনা। তুহিনা ঘোষ।

কীর্তি। বাঃ! বেশ মিষ্টি নামটি তো—একেবারে মডার্ণ।

পরীক্ষিত। কি পড়ছো মা ?

তুহিনা। হিস্‌ট্রি নিয়ে এম. এ. পড়ছি।

পরীক্ষিত। ভালো মা, খু-উ-ব ভালো। পড়াশুনো ছাড়া আজকাল কি একপা চলবার উপায় আছে ?

কীর্তি। কমলের ছোট মেয়েটাও হিস্‌ট্রি নিয়ে পড়ছে না ?

পরীক্ষিত। হিস্‌ট্রি ? কি জানি ? তা মা, রান্নাটা মোটামুটি জানো নিশ্চয়ই ?

[তিলক ভেতরে চলে যায়।]

তুহিনা। হ্যাঁ।

[আদিত্য ভেতরে যায়। পরমুহূর্তেই তিলক দুটো প্লেটে খাবার নিয়ে ঢোকে। আদিত্য তার পেছনে কথা বলতে বলতে ঢোকে।]

আদিত্য। আপনি বাইরের খাবার খান না জেনে ওই এসব বাড়িতে তৈরি করেছে।

পরীক্ষিত। তাই নাকি! সব বাড়িতে তৈরি ?

আদিত্য। হ্যাঁ।

[তিলক আর একবার ভেতরে গিয়ে জল এনে দেয়। কীর্তি ভূষণ ও পরীক্ষিত খেতে আরম্ভ করে]

পরীক্ষিত। বাঃ, চমৎকার হয়েছে! কি? কেমন খাচ্ছ?

কীর্তি। মায়ের রান্নার হাতটি দেখছি ভারী মিষ্টি। একঘেয়ে খেয়ে খেয়ে তোমার অরুচি ধরে গেছে বলেছিলে—এবার মনে হচ্ছে রেহাই পেলে।

পরীক্ষিত। রোজ দুবেলা ঠাকুরের হাতের অখাদ্যি খেয়ে খাবারের ওপরেই ঘেন্না ধরে গেছে। গিন্নীর যতোদিন ক্ষমতা ছিল খেয়েছি, প্রাণভরে খেয়েছি—চেটেপুটে খেয়েছি। আর এখন্ তো খাই না, গিলি।

আদিত্য। কেন? বৌমারা কেউ—

[হাসির ঝড় তুলে পরীক্ষিত সরকার বলে।

পরীক্ষিত। রান্না করবে? কিচেনের টেম্পারেচারে আমার বৌমাদের মোমের বডি গলে যাবে না? নিজেরা হোটেল-রেস্ট্যুরেণ্টে এনতার ভালোমন্দ ওড়াচ্ছে—আমরা দুটো বুড়োবুড়ী, আমাদের নাকি এখন ডায়েট্ কন্ট্রোল করে চলতে হবে—সামান্যি ঝোলভাত ছাড়া আর কিছু নাকি আমাদের খাওয়া চলবে না। তিনটি বৌমা আমার তিনটি লেডী ডাক্তার। (খেতে খেতে সরস আলোচনায় ঘর মুখরিত করে তোলে পরীক্ষিত।) গান জানো মা? শ্যামাসঙ্গীত? আধুনিক গান আমি একেবারেই সহ্যি করতে পারি না। কি ছাই যে আছে ওর মধ্যে যে গায় সেই জানে। হ্যাঁ, গান হচ্ছে শ্যামাসঙ্গীত—দুপুরে খেয়ে উঠে দুটো-একটা না শুনলে মনই ভরে না—জানো তো মা?

তুহিনা। জানি একটু-আধটু।

পরীক্ষিত। হবে, ওতেই হবে। একটু খালি গলার গান শুনতে চাই, বুঝলে মা? তিন বৌ-এর ঘরে তিনটি রেকর্ড প্লেয়ার—চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়িতে যেন জলসা লেগে আছে—কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। প্রোটেস্ট্ করবার উপায় নেই—অকেজো লোক চেক সই ছাড়া আর কোন কাজে তো আসি না—প্রোটেস্ট্ করলেই আউট। কি ঘোষ, কিছু জিগগে্স করবে মাকে?

কীর্তি। সবই তো তুমিই জিগ্গেস করলে—আমি আর কি জিগ্গেস করবো?

পরীক্ষিত। ছক্কুব শালারা তোমাকে দেখছি রীতিমতো চুপ করিয়ে ছেড়েছে। (দুজনে হেসে ওঠে। পরীক্ষিত, কীর্তিভূষণ মেয়ে দেখতে এসেছে বটে, কিন্তু এ-বাড়ির সকলকে অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্য করবার একটা ভাব এদের মধ্যে বর্তমান। তমাল এতোক্ষণ এদের সহ্য করছিল আর থাকতে না পেরে সে এবার ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে যায়। তিলক সব বুঝতে পারে। রাগে সেও জ্বলছে। তবু শেষটা দেখতে সে থেকেই যায়।) সেদিন এক কাণ্ড! কোলকাতার মেয়েতে ঘেন্না ধরে গেছে, তাই গেছলুম হাওড়ায়—হাওড়া যে কোলকাতার ঘাড়ে হাগছে সে খবর কি আর তখন জানতুম? মেয়ে দারুণ ফরসা, ফরসা দেখেই আমি ক্ষেপেছি, তার ওপর আবার সারা মুখে রঙ্ মেখে আর ইয়া বড় এক হাইকোর্ট খোঁপা তুলে এমনি এক কিম্ভুতকিমাকার সং সেজে এসে সামনে বসল দেখেই আমার হাড়পিত্তি জ্বলে উঠলো—রাগে একেবারে গোত্তা মেরে,

রইলুম—কথাবার্তা শুরু হ'তেই বুঝলুম আমাদের সামনে একটি ক্যাঁকড়াবিছে। (পরীক্ষিত হাসে। কীর্তিও যোগ দেয়। হাসতে হাসতেই প্রসঙ্গ পালটাবার চেষ্টা করে পরীক্ষিত) এই ছাখো মা, তোমায় বসিয়ে রেখেছি। যাও মা, তুমি ভেতরে যাও। (তুহিনা নমস্কার করে ভেতরে চলে যাবার উপক্রম করে) ছাখো ঘোষ, সহজ সরল ভদ্রমেয়ে কাকে বলে দেখে নাও—মিলবে না বলে তো হাত-পা একেবারে গুটিয়ে নিয়েছিলে—দেখলে মিলল কিনা? (তুহিনা লজ্জা পায় এবং ঘর ছেড়ে চলে যায়) চমৎকার মেয়ে আপনার আদিত্যবাবু। আমার খু—উ—ব পছন্দ হয়েছে—একটু বেশি কালো—তা হোক, রঙে কি এসে যায়? আসল জিনিস হচ্ছে গুণ। মায়ের আমার কতো গুণ! তিন-তিনটে ফরসা বৌ-এর জ্বালায় বাড়িতে আর দুদণ্ড টিকবার উপায় নেই। একে ফরসা তার ওপর আবার রঙ্ মেখে মেখে সুন্দরী হ'তে এরা এতো ব্যস্ত যে, দুটো কুৎসিত বুড়োবুড়ীর দিকে নজর দেবার আর তাদের টাইম্ নেই—তিনজনই ফুলটাইম এনগেজড্। আর বলবোই বা কি—স্বামীগুলোকেই কেয়ার করে না—আমরা তো হলাম স্বামীর বাবা-মা, অনেক দূরের লোক। হ্যাঁ, কাজের কথা এবার দুচারটে বলি আদিত্যবাবু।

আদিত্য। আজ্ঞে, বলুন?

[আদিত্য একটু যেন কেঁপে ওঠে।]

পরীক্ষিত। আপনার মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। বিয়ে

এখানেই হবে। সিতুর মাও দেখে গেছে, তারও অমত নেই। দিস্ ইজ্ ফাইনাল।

আদিত্য। আমার সৌভাগ্য!

[আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব আদিত্যের চোখে-মুখে স্পষ্ট।]

পরীক্ষিত। এবার খোলাখুলি দুটো কথা বলি?

[ভেতরে-ভেতরে আদিত্য এবার চমকায়।]

আদিত্য। বলুন।

পরীক্ষিত। মেয়ের বিয়েতে কিরকম খরচা করবেন ঠিক করেছেন? বড় মেয়ের বিয়েতে শুনেছি খু-উ-ব ধুমধাম করেছিলেন? বড় জামাই ডাক্তার, না?

আদিত্য। হ্যাঁ।

পরীক্ষিত। এটি কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ অফিসার।

আদিত্য। আমার সাধ্যমতো চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই করবো।

পরীক্ষিত। শুনে খুব খুশি হলাম। খরচা আপনি করবেন আমি জানি। সত্যি, আজকাল টাকাও যেন খোলামকুচি, কোন মূল্যিই নেই—সাধারণ একটা বিয়েতে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার যে কোথা দিয়ে গ'লে যায় বোঝাই যায় না। ষাট-সত্তর হাজারের কমে একটা ভালো বিয়ে দেওয়াই যায় না—কিযে হয়েছে বাজারের অবস্থা!

কীর্তি। দেখলে না, গাঙ্গুলী সেদিন ওর ছোট মেয়েটার বিয়ে দিল হাজার পয়ষট্টির মতো খরচা করে, তবু যেন বিয়েটা সেরকম জমলো না। অবিশ্যি গরীব কেরানী মজুরের কি বিয়ে হচ্ছে না? হচ্ছে বৈকি—দশ-পনের হাজারেও নমোনমো করে

উতরে যাচ্ছে। রেজিস্ট্রী ম্যারেজ চালু হয়েছে, তাতে তো শুনি এক-পয়সাও খরচা নেই—ওরা নাকি ঠিক ম্যানেজ করে নেয়—কি করে নেয় অবিশ্যি ওরাই জানে, আর জানে ভগবান। যা দিনকাল পড়েছে তাতে মোটামুটি ভদ্রলোকের মতো বিয়ে দিতে গেলে ষাট-সত্তর হাজারের কমে কিছুতেই হয় না। অসম্ভব।

পরীক্ষিত। সে আর বলতে—ওদের মতো নমোনমো করে বিয়ে দেওয়াও যা না দেওয়াই তাই—দুইই সমান। তার চেয়ে মেয়ে আইবুড়ো থাকবে—কি বলেন আদিত্যবাবু?

আদিত্য। সে তো বটেই।

পরীক্ষিত। তা হ'লে সময় করে আর একদিন আসুন আমার বাড়িতে। সবকিছু ঠিক হয়ে যাক। দেরি করে লাভ কি?

কীর্তি। তা যা বলেছ, এসব কাজ ফেলে রাখলেই গণ্ডগোল, যতো শীঘ্র ততো শুভ।

পরীক্ষিত। এই রোববারেই আসুন না?

আদিত্য। এই রোববার?

পরীক্ষিত। হ্যাঁ।

আদিত্য। বেশ, তাই যাব।

পরীক্ষিত। উঠি তা হ'লে আজ। চমৎকার রান্না করেছে আপনার মেয়ে, একেবারে নিখুঁত রান্না।

[দুজনে দরজার দিকে এগোয়। ভূতান তাদের সামনে সামনে যায়। যাবার আগে সে আদিত্যকে বলে যায় যে সেও ওদের সঙ্গেই যাচ্ছে।]

ভূতান। আসুন।

[পরীক্ষিত, কীর্তিভূষণ ও ভূতান চলে যায়।]

তিলক। ছ্যাঁচড়া পার্টি জেনেও সরকার বাড়ির লোককে কেন আসতে বলেছ ?

আদিত্য। ছ্যাঁচড়া পার্টি কে বলেছে তোকে ?

তিলক। বলবে আবার কে—নিজের কানেই তো সব শুনলে ! টাকা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু যে আছে সে খবর ওরা কখন রাখে ? এদের ওষুধ হচ্ছে স্রেফ ডাণ্ডা।

আদিত্য। চুপ কর তুই !

তিলক। কেন, চুপ করবো কেন ?

আদিত্য। ওরা যথার্থ ভদ্রলোক।

তিলক। তোমার চোখে।

আদিত্য। আর তোর চোখে ?

তিলক। চোর-জোচ্চোর-চামার-কসাই।

আদিত্য। চুপ কর্ রাস্‌কেল—ওয়ার্থলেস ভ্যাগাবনড্ লোফার ! এক পয়সার মুরোদ নেই, উনি এসেছেন সরকারদের সমালোচনা করতে !

তিলক। সত্যি, তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখতে পাচ্ছি ?

আদিত্য। কি, কি বলতে চাস তুই ?

তিলক। প্রিন্সিপল্ বলে আর কিছু নেই তোমার, সব গেছে।

আদিত্য। হ্যাঁ গেছে, তোরা যেতে বাধ্য করেছিস।

তিলক। দাও তা হ'লে ঐ বাড়িতেই বিয়ে।

আদিত্য। দেবই তো।

তিলক। যেখান থেকে পারো ষাটহাজার টাকা আগে যোগাড় করো—ভদ্রলোকের মতো বিয়ে দিতে গেলে ষাট-সত্তর হাজারের কমে হয় না। উঃ, ভদ্রলোক! টাকার গদি থেকে নামিয়ে এনে নর্দমার জল খাইয়ে ছাড়তে হয়।

আদিত্য। দূর হ তুই আমার সামনে থেকে।

তিলক। টাকাটা কোত্থেকে যোগাড় করবে জেনে যাই।

আদিত্য। সে খোঁজে তোর দরকার কি? বাড়ি বিক্রী করবো।

তিলক। বাড়ি বিক্রী করবে! আমরা কোথায় থাকবো?

আদিত্য। যে যার নিজের পথ দেখবে।

[বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে তড়িৎ।]

তড়িৎ। কি ব্যাপার?

আদিত্য। ব্যাপার আবার কি—তোমার বোনের বিয়ে।

তড়িৎ। তুনির?

আদিত্য। তোমার আবার অন্য কোন বোন আছে নাকি?

তড়িৎ। কার পছন্দ হ'ল?

আদিত্য। বাগবাজারের পরীক্ষিত সরকারের ছোটছেলে বিশ্বজিৎ সরকার—অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ অফিসার।

তড়িৎ। একেবারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার? দারুণ-যোগাড় করেছ তো?

আদিত্য। তোমার বোনের বিয়েতে কতো টাকা খরচা করতে পারবে তুমি?

[এতোক্ষণ তড়িৎ বিদ্রূপ করছিল। এবার সে পড়ে সমস্যায়।]

তড়িৎ। আমি?

আদিত্য। হ্যাঁ, তুমি।

তড়িৎ। আমি খরচা করবো মানে—আমার টাকা কোথায়?

আদিত্য। তোমার সিগ্‌রেট্ খরচাই তো শুনি মাসে দুশো টাকা।

তড়িৎ। টনট্ করছো?

আদিত্য। টনট্ নয়—তোমার বোনের বিয়ের জন্যে টাকা চাইছি।

তড়িৎ। আজকাল বিয়েতে আবার খরচা আছে নাকি? স্মার্ট ফরোয়ার্ড মেয়ে—তার খুশিমতো পার্টনার খুঁজে নেবে—স্ট্রেইট ম্যারেজ রেজিস্টারের কাছে চলে যাবে—এভরিথিং সলভড্।

আদিত্য। চমৎকার! খরচা তুমি করতে পারবে না—ঘুরিয়ে ভালোই বলেছ। তিলুর তো বিড়িই জোটে না সেও পারবে না—তমার দোকানে দিনে চারটে খদ্দের জোটে কিনা সন্দেহ, সুতরাং সেও পারবে না—চমৎকার!

তড়িৎ। দাদাকে ধরো—অবিশ্যি, দাদাই বা কোত্থেকে দেবে—নতুন গাড়ি কিনেছে—নতুন বাড়ির লোন, গাড়ির লোন—

আদিত্য। দাদার হয়ে তোকে আর ওকালতি করতে হবে না। [যে ছেলে তার জন্মদাতা বাপকে অস্বীকার করে, শ্বশুরকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বাইরে বের করে দিতে পারে, সে গাড়ি-বাড়ি ফ্রিজ্ ফার্নিচার কিনুক, ব্যাংক ব্যালেনস্ করুক, যার খুশি তার শ্রাদ্ধ করুক, তার দরজায় ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে গিয়ে আদিত্য ঘোষ দাঁড়াবে না,—বুঝেছিস?]

তড়িৎ। কতো টাকা দরকার তোমার?

আদিত্য। ষাট হাজার।

তড়িৎ। ষাট হাজার? বলছ কি তুমি?

আদিত্য। শেষ কাজটা একটু জাঁকজমক করে করতে হবে না ?

তড়িৎ। এতো টাকা কোথায় পাবে তুমি ?

আদিত্য। এ-বাড়ি বিক্রী করলে কম করে পঞ্চাশ হাজার নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ?

তড়িৎ। বাড়ি বিক্রী করবে ?

আদিত্য। বড় বড় এ্যাকটিভ্ তিন ভাই মিলে যখন একটা বোনের বিয়ের যোগাড় করতে পারছে না তখন ইনঅ্যাকটিভ্ এই বুড়ো বাপকেই যে করেই হোক কাজ উদ্ধার করতে হবে—জন্ম দিয়ে মারাত্মক পাপ করেছি যে।

তড়িৎ। আমরা কোথায় থাকবো কিছু ভেবেছ ?

আদিত্য। আমার ভাববার দরকার নেই, রোজগার করছো—যে যার নিজের ভাবনা ভাব—দাদার মতো নিজের নিজের বাড়ি তৈরি করে নাও—অন্যের জিনিস ভোগ করবে কেন ? আত্মসম্মান নেই তোমাদের ?

তড়িৎ। কর তোমার যা খুশি।

[তড়িৎ রেগে বাইরে চলে যায়। শান্ত পদক্ষেপে তিলকও ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে যায়।]

আদিত্য। তমাকে একবার ডেকে দিস। (একা গুম হয়ে বসে রইলেন আদিত্যবাবু। তমাল এসে ভেতরের দরজায় দাঁড়ায়।) ভদ্রলোক কথা বলছেন তুই ওমনি করে ঘর ছেড়ে চলে গেলি ?

তমাল। মানুষকে যারা এখন মানুষ বলে স্বীকার করতে শেখেনি তাদের সামনে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি, বলো ?

আদিত্য। যাক্‌গে ওসব কথা, শোন, তুনিকে তো ওরা পছন্দ

করে গেল—ভাবছি, বিয়েটা ওখানেই দিয়ে দি—তুই কি বলিস ?

তমাল। ওখানে বিয়ে দিলে তুনি সুখী হবে ?

আদিত্য। ওরা যা চাইবে সব দেব—সুখী হবে না কেন ?

তমাল। সুখ-শান্তিকে তুমি যদি দাঁড়িপাল্লায় তুলতে চাও, তোল—আমার কিছু বলার নেই। তবে ওরা যে অনেক কিছুই চাইবে।

আদিত্য। বাড়িটা ভাবছি বিক্রী করেই দেব। হাজার পঞ্চাশ যা পাওয়া যায়—আর যা আছে তার সঙ্গে এটা যোগ দিয়ে—

তমাল। তোমার বাড়ি তুমি যা ইচ্ছে কর।

আদিত্য। তোদের কারও সঙ্গেই দেখছি আজকাল কথা বলবার উপায় নেই—কি করবো-না-করবো তোর একটা মতামত চাইছি, এটা আমার অপরাধ ?

তমাল। অপরাধ সেনটিমেণ্টের কথা নয় বাবা, এটা কমনসেন্সের ব্যাপার।

আদিত্য। কি বলে তোর কমনসেন্স ?

তমাল। তুনির বিয়ে অন্য কোথাও দাও—যারা কিছু চায় না তাদের যতো খুশি দাও—যারা নির্লজ্জের মতো চায় তাদের সঙ্গে আর যাই কর আত্মীয়তা করো না—দিস্ ইজ্ মাই রিকোয়েস্ট্।

আদিত্য। ওরা দোষটা কি করল শুনি ?

তমাল। বললাম তো।

আদিত্য। কি ?

তমাল। ওরা অমানুষ।

আদিত্য। আর তোমরা সবাই এক-একটা মানুষ ? খু-উ-ব হয়েছে —তোর ওপিনিয়ন চেয়েই ভুল করেছি।

তমাল। ভুল তুমি গোটা জীবন ধরেই করে আসছ।

আদিত্য। তমা !

তমাল। ভুল না করলে আমরা অন্ততঃ মানুষ হতাম।

আদিত্য। থ্যাঙ্ক্ ইউ—থ্যাঙ্ক্ ইউ ভেরি মাচ্।

[আদিত্যবাবু রাগে জ্বলছেন। তমাল ঘর ছেড়ে চলে যায়। ভেতর থেকে ঘরে ঢুকে তার সামনে এসে দাঁড়ালো তুহিনা।]

তুহিনা। বাবা ! বাবা !

আদিত্য। অ্যাঁ—বল্ ?

তুহিনা। আমার একটা কথা রাখবে বাবা ?

আদিত্য। কি ?

তুহিনা। আমার বিয়ে ভেঙে দাও।

আদিত্য। কেন ?

তুহিনা। আমার জন্যে তোমাকে আমি সর্বস্বান্ত হ'তে কিছুতেই দেব না। মেজদা, সেজদা, ছোড়দার কথা না ভেবে শুধু আমার কথা ভাবলেই তো তোমার চলবে না—তুমি সকলেরই বাবা।

আদিত্য। তাদের রোজগার করবার ক্ষমতা হয়েছে।

তুহিনা। রোজগার করবার ক্ষমতা আমারও হয়েছে—আজকাল মেয়েপুরুষ দুই-ই সমান।

আদিত্য। এই সব বলে তুই আমাকে বিরক্ত করতে এসেছিস ? আমি যা ঠিক করেছি, তাই করবো। এই বাড়ি বিক্রী করে সরকার বাড়িতেই তোর বিয়ে দেব।

তুহিনা। ওখানে বিয়ে হ'লে আমি সুইসাইড্ করবো।

আদিত্য। যা তাই করগে যা—আমি বেঁচে যাই—আমার খরচা বেঁচে যায়। (ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন আদিত্যবাবু।) সবক'টা অপদার্থ একজোট হয়ে আমাকে জ্বালিয়ে মারল। ইনটলারেবল্!

তুহিনা। বাবা! (আদিত্যবাবু ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে গেলেন।) আমি! (স্তব্ধ হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে তুহিনা। অনেক ভাবনা তার শান্ত মনটাকে আজ অশান্ত করে তুলেছে। আকাশ-পাতাল ভাবনার শেষ নেই তার। সহসা ঘরের আলো কমে আসে। ঘন সবুজ আলোয় ঘর আলোকিত হয়। তুহিনার মনে হয় গোটা ঘরটা যেন একটা খাঁচা। সে সেই খাঁচায় বন্দী। বাইরের দরজায় লাল আলোর ঢেউ আর সেই আলোর মধ্যে কালো রং-এর স্যুট পরে এসে দাঁড়িয়েছে কিরীট সোম। তার হাতে একটা মালা। ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত মিষ্টি হাসি! তুহিনার মুখ-চোখ খুশিতে উজ্জ্বল। অদ্ভুত সেই কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে হয় তাকে। স্বাভাবিক আলোয় ঘর আলোকিত। কিরীট সেখানে নেই। তুহিনা খিলখিল করে হেসে ওঠে। সেই মুহূর্তে—বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে কিরীট। কালো রং-এর স্যুটই সে পরে আছে। তুহিনা চম্‌কে ওঠে। বিস্ময়সূচক গলায় সে বলে।) কিরীটদা!

কিরীট। কি হ'ল?

[অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর সংযত গলায় তুহিনা বলে।]

তুহিনা। আচ্ছা, কিরীটদা!

কিরীট। বলো।

তুহিনা। একটা কথার সত্যি জবাব দেবে ?

কিরীট। কি, বলো ?

তুহিনা। সেজদা বলে, তুমি নাকি আমায় খুব ভালোবাস ?

কিরীট। আমি !

তুহিনা। আমাকে বিয়ে করতে পারো ?

কিরীট। বিয়ে !

তুহিনা। হ্যাঁ।

কিরীট। বলছ কি তুমি !

তুহিনা। আমাকে বিয়ে করে তোমাদের সোসাইটিতে যাতে আমি খাপ খাইয়ে চলতে পারি তার জন্যে নাকি তোমার অনেক প্ল্যান আছে ?

কিরীট। তুহিনা! তুমি কি বলতে চাইছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তুহিনা। কিছু না নিয়ে আমায় নাকি তুমি বিয়ে করবে, স্পোকন ইংলিশ ক্লাসে ভর্তি করে দেবে, আমাকে তোমার সব সময়কার পার্টনার করে সব জায়গায় নিয়ে যাবে, বড় বড় পার্টিতে আমি টুইস্ট্ নাচবো, তুমি আর সেজদা ড্রিংক করবে—

কিরীট। তড়িৎ তোমার সঙ্গে মজা করেছে তুহিনা। আমি—

তুহিনা। সেজদা মজা করেছে !

কিরীট। হ্যাঁ।

[খিলখিল করে হেসে ওঠে তুহিনা। তার আচরণ দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। দুহাত দিয়ে কিরীটের কোট টেনে ধরে তুহিনা। বলে।]

তুহিনা। তুমি চলে যাও কিরীটদা, তুমি চলে যাও। (সেই মুহূর্তে বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে তড়িৎ। সে হাসছে। তড়িৎ মদ খেয়েছে। কিরীট এই পরিস্থিতিতে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না) যাও, যাও বলছি, কেন দাঁড়িয়ে আছ—চলে যাও।

[তড়িৎ তখনো হাসছে।]

তড়িৎ। এই বোকা মেয়ে! তাড়াচ্ছিস কেন ওকে? ও তোকে বিয়ে করবে—ওয়াইফ্ হাজবেনড্‌কে আদর করছে—ঘাবড়ে গিয়ে পালিও না—তোমার ওপর ওর লেজিটিমেট্ ক্লেইম আছে জানো? তোমারও আছে। এগিয়ে গিয়ে ডান হাত দিয়ে তুহিনার কাঁধটা ধরে নিজের বুকের মধ্যে একবার চেপে ধরেই ছেড়ে দিয়ে তার গালে ঠোনা মেরে কিরীটকে বলে তড়িৎ) ইউ নো, উই আর ব্রাদার্স এ্যানড সিসটারস—সেকরেড্ রিলেশানশিপ—জাস্ট লাইক হাজবেনড্ অ্যানড্ ওয়াইফ্। (তড়িৎ বোকার মতো টেনে টেনে হাসে। সে তখন বেহেড মাতাল।) বড্‌ডো দামী দামী কথা বলে ফেলছি, না? জানো ব্রাদার, আমার এই বোনটা না বড্‌ডো বোকা। আমি তড়িৎ ঘোষ সান অব আদিত্য ঘোষ গ্র্যানড সান অব বিক্রমাদিত্য ঘোষ, আমি বলছি—ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। তুমি দারুণ চালু আর ও এক্কেবারেই ক্যাবলা, আই অ্যাডমিট ও ক্যাবলা বাট আই প্রমিস, আমি ওকে চালু করবো—সকলকে তাক লাগিয়ে দেব—ম্যাজিক্—ইয়েস, আই নো ম্যাজিক্—চোখ খুললেই দেখবে ওর চুল বব্‌ড্ হয়েছে, ভুরু এঁকেছে, চোখ এঁকেছে, মুখ পেইনট্

করেছে—পিঠ খোলা হাতকাটা ব্লাউজ পরেছে—নাভির নিচে কাপড় পরেছে—অ্যাই অ্যাত্তো উঁচু খোঁপা—মিস ইউনিভার্স। (তড়িৎ হাসে) দুজনকে যা মানাবে না—একজোড়া লক্কা! (ভেতরের দরজায় তিলক। তুহিনা ছুটে গিয়ে তার বুকে মুখ লুকোয়। তিলক একবার দুজনকে দেখে নেয়।) কে বাবা? লুক্‌টা ভিলেনের লুকের মতো মনে হচ্ছে। আরে তিলু! ব্রাদার, তুমি হঠাৎ এতো রাতে ঘুম থেকে উঠে এসেছ যে? হোয়াটস্ রঙ্ উইথ্ ইউ? (চূড়ান্ত ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে একবার তড়িতের দিকে তাকিয়ে তুহিনার হাত ধরে ভেতরের দিকে এগোয় তিলক। তড়িতের মন্তব্য দুজনের পা অসাড় করে দেয়।) ভিলেইনটা তোমার হিরোইনকে নিয়ে ভেগে যাচ্ছে ব্রাদার, রিভলবার থাকে তো বের করে মার গুলি।]

[ঘুরে তাকিয়ে তিলক বলে।]

তিলক। ওয়ানডারফুল! (তড়িৎ সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলো।) এটা ছোটলোকের বাড়ি অ্যাদ্দিনে পাড়ার সবাই তো জেনেই গেছে —এটাকে নরক আর নাই-বা বানালে?

তড়িৎ। সাট্ আপ্ রাসকেল! (খপ্ করে তিলকের একটা হাত ধরে তাকে একেবারে ঘরের মাঝখানে এনে ফেলল তড়িৎ।) হোয়াট্ ডু ইউ মিন্? কি বলতে চাস তুই?

তিলক। কিছু বলতে চাইলেও বুঝবার ক্ষমতা কি তোমার আছে?

তড়িৎ। কেন? আমি কি মাতাল হয়েছি নাকি?

তিলক। কি হয়েছ না হয়েছ তুমিই জানো।

তড়িৎ। মহাপুরুষ বাণী ছাড়ছে রে জলদি পালা এখান থেকে—

আমি হিমালয়ে উঠছি—এভারেস্টের চূড়োয় এবার উঠবই—যাচ্ছি—গুড নাইট।

[অদ্ভুতভাবে পা ফেলে ফেলে ভেতরে চলে যায় তড়িৎ।]

কিরীট। একস্‌কিউজ মি।

[হতভম্ব কিরীট শান্ত পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে চলে যায়। আবেগ মিশ্রিত গলায় তুহিনা বলে।]

তুহিনা। আমি কি করবো তুই আমায় বলে দে ছোড়দা—যে দিকেই তাকাচ্ছি, সে দিকই অন্ধকার। পৃথিবীতে এতো আলো অথচ আমার জগৎটা অন্ধকার !

তিলক। অন্ধকার তো কি ? অন্ধকারেই আমরা বাঁচবো। আজ সমাজে আমাদের দাম নেই, দাবি নেই—একদিন দেখবি—আমাদের ভেতর বারুদ তৈরি হয়েছে—আমরা জ্বলবো—আমাদের চারপাশ আলোয় ঝলমল করে উঠবে।

[তুহিনার চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে।]

তুহিনা। তুই আমি যে তার আগেই ফুরিয়ে যাব—ছোড়দা !

তিলক। না।

[তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় তিলক। মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে।]

++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++

গন্ধরাজের জন্ম ● চার

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[ছমাস পরের ঘটনা। ঘরে রয়েছে তিমির, তমাল, তড়িৎ, তিলক, তুহিনা, অংশুমান ও ভূতান। অনেকক্ষণ ধরেই ওদের আলোচনা চলছে।]

তড়িৎ। অংশুদা, আপনি কিছু বলুন। আপনি তো একেবারেই চুপচাপ।

অংশু। আমি কি বলবো? তোমরা সবাই মিলে যেটা ঠিক করবে তাতেই আমি ডিটো দিয়ে রেখেছি!

তড়িৎ। তবু বিক্রী করবার কথা যখন উঠেছে, বিক্রী হবে কি হবে না সেটা অন্ততঃ বলুন!

অংশু। বলছি তো, তোমরা যেটা সেটল্ করবে দ্যাট্ ইজ্ ফাইনাল।

তড়িৎ। দিদির শেয়ার?

অংশু। তোমার দিদির যথেষ্ট রয়েছে, সে আর এর ওপর ভাগ বসাতে আসবে না। দিস্ মাচ্ গ্যারান্টি আই ক্যান গিভ্ ইউ।

তিলক। একটা কথা অংশুদা—

অংশু। বলো।

তিলক। মুখের কথার ভ্যালু কতোটুকু? আজকাল কাউকে বিশ্বাস নেই।

অংশু। আমাকে কি করতে হবে বলো ছোট ব্রাদার ?

তিলক। রিটিন্ দিতে হবে।

অংশু। তাই পাবে। খুশি তো ?

তিলক। থ্যাঙ্ক্ ইউ।

তমাল। তুই একটু থাম তো তিলু, দাদা কিছু বলো—একটা কিছু সেটল্ করো ?

তিমির। আমি তো প্রথম থেকে একটা কথাই বলছি, তোরাই ফরনাথিং টাইম ওয়েস্ট্ করছিস। এ-বাড়ি সারাতে যা খরচা পড়বে তাতে নতুন একটা বাড়ি হয়ে যাবে, দোতলাটা তো একেবারেই গেছে।

তমাল। তুমি তা হ'লে বলছ বিক্রীই হোক ?

তিমির। এখনো বিক্রী করলে বাড়ির দাম কিছু পাওয়া যাবে। এর পর তো ল্যানডের ভ্যালু ছাড়া কিচ্ছু পাবি না। সেন বলেছে ওর কোন্ পার্টি পঞ্চাশ হাজার অব্দি উঠতে পারে—পঞ্চাশ হাজার পেলে, মন্দ কি ? ভেবে দ্যাখ। নতুন বাড়ি করতে আমার অনেক টাকা লোন হয়েছে, ফ্র্যানকলি বলছি, আমার টাকার দরকার—তোদের কেউও এ-বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি করতেও পারবি না।

তমাল। নতুন পুরোনো কোন বাড়িই আমি করবো না, ওসব বাজে চিন্তা আমার মাথায় নেই।

তিলক। এক সেকেণ্ড্ মেজদা—আচ্ছা দাদা—

তিমির। বল।

তিলক। আমাদের ভাগে কতো করে পড়বে ?

তিমির। পঞ্চাশ হাজার হ'লে আটহাজার তিনশোর মতো পাবি।

তিলক। কেন? দিদি তো ভাগ বসাচ্ছে না—কি অংশুদা?

অংশু। হ্যাঁ, যা পাওয়া যাবে ফাইভ্ ইকুয়াল শেয়ারস্।

তিলক। শুনলে তো দাদা—তা হ'লে দশ হাজার করে পাব বলো।

তিমির। হ্যাঁ, তাই পাবি।

অংশু। দাদা যখন বিক্রী করতেই চাইছে, তড়িতেরও সেই দিকেই ঝোঁক—আমার তো মনে হয় বিক্রী করে দেওয়াটাই বেটার—দশ হাজার টাকা কম নয়—আর পুরোনো জিনিসকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকাটা আজকালকার দিনে বোকামো।

তিলক। সত্যিই আমরা বড্ডো বোকা অংশুদা—চালাক বোধহয় এ লাইফে আর হ'তেও পারবো না। মেজদা অতো ভাবছো কি? ফাইনাল করে ফেল।

তমাল। হ্যাঁ, একটা কিছু তো করতেই হবে!

তিমির। অতো কি ভাবছিস তুই?

তিলক। আমি বলবো? আমরা কোথায় থাকবো তাই ভাবছি। মাথার ভেতর সবসময় ভাবনা-চিন্তার জট পাকিয়েই আছে।

তিমির। কেন? অল্পভাড়ায় একটা বাড়ি নিয়ে নিবি। একসঙ্গে কতোগুলো টাকা পাচ্ছিস সেটাও একবার ভেবে দ্যাখ, তড়ি বাইরে যাচ্ছে—তুনির টাকায় তুনির বিয়ে দিয়ে দে—তোর আর তিলুর টাকা তোর বিজনেসে খাটিয়ে মোটা প্রফিট্ কর—তারপর নিউ প্যাটার্নের বাড়ি হাঁকা।

অংশু। দ্যাট্ উইল বি মাচ্ বেটার প্ল্যান। আফটার অল—

[তিলক হেসে ওঠে। অংশুর কথা বন্ধ হয়। তমালের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই তিলুর হাসি থেমে যায়।]

তমাল। তুনি কি বলিস?

তুহিনা। ছোড়দা যা বলবে।

তমাল। তিলু কি করবি?

তিলক। বিক্রী করেই দাও।

তমাল। তারপর?

তিলক। তারপর আবার কি? আমার আর তুনির মিলে বিশ হাজার হচ্ছে, ঐ দিয়ে তুনির বিয়ে দিয়ে দেব। ছোটলোকের বিয়ে বিশ হাজারে মনে হয় ভালোই হবে। তোমার দোকান দশ হাজার দিয়ে বড় কর, আমাকে গেট্‌কীপার রাখো—ওয়ান রুম-কিচেনের ছোট একটা ফ্ল্যাট নিয়ে তুমি আর বৌদি আরাম কর—আমি রাতে দোকানের এককোণে পড়ে থাকবো—চুকে গেল সব ঝামেলা।

তমাল। সিরিয়াসলি কথা বল তিলু, প্রত্যেকের ওপিনিয়নের ভ্যালু রয়েছে এখানে।

তিলক। সিরিয়াসলিই তো বলছি, কনফারেন্সে লাইট্ হবার স্কোপ আছে?

তমাল। বাড়িটা তা হ'লে বিক্রী করাই হচ্ছে?

তিলক। হ্যাঁ। দাদার লোন শোধ করবার জন্যে টাকার দরকার, আমার তুনির বিয়ের জন্যে টাকার দরকার, সেজদার বাইরে

যাবার জন্যে টাকার দরকার, তুনির নিজের বিয়ের জন্যে টাকার দরকার—মাটি কামড়ে পড়ে থেকে লাভ কি? তার চেয়ে বরং মাটি বেচে—

তমাল। থাম! বড্ডো জ্বালাচ্ছিস তুই!

তিলক। সত্যি কথাই বলছি। বাড়ির দরকার নেই তোমার বুঝি, টাকার দরকার নেই অস্বীকার করতে পারবে?

তমাল। না, নেই।

তিলক। আছে। ঐটুকু দোকান দিয়ে পুরো জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও, অ্যামবিশান বলে কিছু নেই তোমার? দোকান বড় কর, টাকা ইনকাম কর—টাকার গদিতে শুয়ে গড়াগড়ি যাও আর সকলকে কলা দেখাও—বাড়ি বিক্রী না হ'লে টাকাটা কোথায় পাবে?

তিমির। আমি তো আর বসতে পারছি না। সেনকে বলবো কি-না ফাইনাল বলে দে?

তমাল। দাঁড়াও। ভূতানকাকু!

ভূতান। কি?

তমাল। কিছু বলো।

ভূতান। প্রেজেণ্ট থাকতে বলেছিস, আছি। যা ঠিক করবার, তোরাই কর। আমার কিছু বলার নেই।

তমাল। সবাই তো বিক্রী করতে বলছে?

ভূতান। তবে তাই করে দে। একটা জড়পদার্থকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে লাভ কি? তবে, সত্যিই যদি আমার মত চাস তো বলবো—বিক্রী না করাই উচিত।

তিমির। আপনি এ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন কেন, চুপচাপ আছেন তাই থাকুন।

তমাল। দাদা! যাঁকে আমরা আমাদের অভিভাবকের সম্মান দিয়ে এখানে এনেছি তাঁকে আমাদের সামনে ফরনাথিং অপমান করবার কোন রাইট্ তোমার নেই। এ তোমার নিউ-আলিপুরের বাড়ি নয়।

তিমির। একঘর লোকের সামনে আমাকে অপমান করবার ফুল রাইট্ বুঝি তোর রয়েছে?

তমাল। ইউ আর কমপেলিং মি টু ডু সো।

তিমির। আই সি। তোরা যে এতোটা উচ্ছন্নে গেছিস জানতুম না।

তমাল। আজ এসে সেটা জেনে গেলে তো?

তিমির। তমা!

অংশু। কি ছেলেমানুষী করছো তোমরা।

তিলক। আমরা সত্যিই ছেলেমানুষ অংশুদা। আপনারা সব কচি খোকা!

তিমির। তিলু!

তড়িৎ। সাট্ আপ্ রাসকেল! এখনো ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখেনি—

তিলক। তুমি শেখাবে নাকি?

অংশু। হোয়াট ইজ্ দিস্! এই তোমাদের কনফারেন্স?

তমাল। চুপ কর তিলু! আর থাক্। বিক্রীই ফাইনাল।

তড়িৎ। এই কথাটা বলতে তোমার এতোক্ষণ লাগল? সাজেস্শান্স্ অ্যানড্ অবজেকশানস্—ডিসগাসটিং!

তিমির। চলো অংশু, অনেক কাঁদা ঘাঁটা হয়েছে—এসো।

[তিনজনে বাইরে চলে যায়। এরা চারজন গুমমেরে ব'সে থাকে। ঘরের থমথমে আবহাওয়ায় তমাল বলে।]

তমাল। একটু কড়া করে চা তৈরি করে খাওয়াবি তুনি? মাথাটা একেবারে ঝিম্ মেরে আছে।

তুহিনা। মাথার আর দোষ কি—যা কাণ্ড ঘটে গেল!

[তুহিনা ভেতরে চলে যায়।]

তমাল। তুমি একেবারে চুপ করে রইলে ভূতানকাকু?

ভূতান। কি আর করি বল? আমার ডিউটি যুক্তিতর্কের সীমানা পেরিয়ে লাঠালাঠির সীমানায় গেলেই হুইসিল্ বাজিয়ে পেনালটি ডিক্লেয়ার করা—একবার হুইসিল্ দিয়েছিলাম, রেজাল্টটা কি হ'তে চলেছিল দেখলি তো? (ম্লান হেসে কথা বলে ভূতান) দাদা আমাকে আচ্ছা রেফারী করে গেছে। তোকে কিন্তু একটা কথা আমি বলবোই তমা।

তমাল। বলো।

ভূতান। ছমাসও মরেনি ঘোষদা এরি মধ্যে বাড়ীবিক্রির প্ল্যানে তুই কি করে মত দিলি? লাঠালাঠি না করে আটকাতে পারলি না! তোদের কাণ্ডকারখানা দেখে সত্যিই আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি।

তিলক। দাদা আর সেজদার টাকার দরকার শুনলে না? শুনলে না, দাদা কি বলল? দাদা সত্যিই অদ্ভুত! একবার অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও বলতে পারতো—"আমার নতুন বাড়িতে অনেক একস্ট্রা ঘর পড়ে আছে—সবাই মিলে তোরা সেখানে

গিয়ে থাকবি চল"। মানুষ সেলফিশ এ তো জানা কথা—আমরা সবাই সেলফিশ—কিন্তু সেলফিশনেসেরও একটা লিমিট আছে। দাদা সে লিমিটও ছাড়িয়েছে। বাড়ি বিক্রী হোক আমি কি চাই ভূতানকাকু? আমি, তুমি, মেজদা কেউ চাই না, কিন্তু দাদা, সেজদা, জামাইবাবুরাই যে আজ আমাদের সমাজের মাতব্বর। টাকার জোর—কথার জোর—সবকিছুই আজ ওদের—আমাদের একজন দোকানদার, একজন বেকার—লড়াই কি জমে? ওরা আমাদের অবস্থা কোনদিনই ফিল করবে না—ওরা আমাদের এক মায়ের পেটের ভাই হ'তে পারে ভূতানকাকু, কিন্তু ওদের—আমাদের জাত আলাদা—ওরা আমাদের শত্রু—আমরা ওদের শত্রু! ওরা কতো আরামে, কতো সুন্দরভাবে বাঁচা যায় তাই ভাবছে, আমরা শুধু খেয়ে-পরে টিকে থাকবার চেষ্টা করছি। ওরা ভদ্রলোক—আমরা ছোটলোক।

ভূতান। বলছিস কি তুই!

তমাল। ওয়ানডারফুল বলেছিস তিলু—ওয়ানডারফুল! ওদের—আমাদের জাত আলাদা—ওরা আমাদের শত্রু—একসেলেন্ট! ভূতানকাকু, ওদের সব আছে—আমাদের কিছুই নেই। ভাঙা রাজত্ব আমরা চালাব কেমন করে? গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশেই যাক আমরা দেখি। নতুন রাজত্ব ওরাই গড়ুক—ওরা আমাদের শোষণ করবে, আমরা শুকোবো—ওরা আমাদের ভাই নয়—আত্মীয় নয়—ওরা আমাদের প্রভু।

ভূতান। থাম তুই! তুই পাগলের বকর বকর শুরু হয়েছে—আমি চললাম। সব কাজ ফেলে এলাম।

তিলক। দাঁড়াও—দাঁড়াও—চা আসছে খেয়ে যাও।

ভূতান। তোদের মাথা ধরেছে তোরা খা। গোটা শরীর আমার ঠাণ্ডা মেরে গেছে। যতো সব ন্যালাখ্যাপার কাণ্ড!

[ভূতান চলে যায়।]

তিলক। চাই না মেজদা, আমাদের বাড়ি চাই না, প্রাসাদ চাই না, অট্টালিকা চাই না—আমরা আমাদের দোকানের এককোণে পড়ে থাকবো—খাটব, খাব (দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে হেসে ওঠে) তিমির ঘোষ, তড়িৎ ঘোষ, অংশুমানদের ভারসাস তমাল ঘোষ, তিলক ঘোষ, ভূতান বকশী—শীলড্ ফাইনাল—জব্বর লড়াই—গোল!

[দুজনে আর একবার একসঙ্গে হেসে ওঠে। তুহিনা এসে চা দেয় দুজনকে।]

তুহিনা। খুব খুশি দেখছি দুজনে?

তমাল। তিলু গোল করল শুনলি না?

[তমাল তিলু একসঙ্গে আবার হেসে ওঠে।]

তুহিনা। তোমরা দুজনেই পাগল।

তমাল। আর তুই?

তিলক। পাগলী। (তমাল হেসে ঘর ছেড়ে চলে যায়) তাড়াতাড়ি এসো একসঙ্গে খাব—ডিমের খিচুড়ি কর—পেঁয়াজ-আলু-কফি কুচিয়ে সেদিনকার মতো ভাজিস তো। বৌদি তো আবার ডিম খায় না।

তুহিনা। বৌদি আজকাল বাড়িতেই খায় না—কোথেকে খেয়ে আসে—দশটা সাড়ে দশটার আগে ফিরছেই না। কিরীটদার

সঙ্গে এমন সব বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে—তুই তো চোখ বুজে থাকিস, মেজদার জন্যে দুঃখ হয়—কি রকম হয়ে গেল আমাদের সংসারটা!

তিলক। আমি সব জানি। কিরীটের টুঁটি আমি একদিন টিপে ধরব।

তুহিনা। কিরীটিদার দোষ নেই—সব কিছুর জন্যে বৌদিই দায়ী। রোজ পাড়ার লোককে একা মেজদাই হাসাচ্ছে না—তার চেয়ে বেশি হাসাচ্ছে বৌদি।

তিলক। বাদ দে—বাদ দে, আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি আসছি ডিম নিয়ে। (তিলক বাইরে চলে যায়। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে তুহিনা। অনেক কিছু ভাবে। বাইরে থেকে 'তুনি' 'তুনি' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে এসে ঢোকে তিলক। তার পেছনে দেবল মণ্ডল। ধুতি-পাঞ্জাবী—শাল গায়ে। দেবলকে দেখতে বেশ কুৎসিৎই বলা চলে।) এই ছাখ তুনি, কাকে ধরে এনেছি। (তুহিনা দেবলকে দেখল বটে, কিন্তু চিনতে পারল না। তিলক তার হাতের ডিমের ঠোঙাটা তুহিনাকে দেয়।) কি হাবা মেয়েরে, দেবুদাকে চিনতে পারলি না—দেবুদা।

দেবল। চিনবে কি করে? প্রায় দশ বছর বাদে দেখা—তুই না বললে আমিই কি ওকে চিনতে পারতুম!

তুহিনা। বসুন। চা করবো?

দেবল। এতো রাতে চা?

তিলক। তুই যা, করে নিয়ে আয়। (তুহিনা ভেতরে চলে যায়।

ওরা দুজনে বসেছে।) তোমাকে দেখে কি আনন্দ যে হচ্ছে—বহুদিন বাদে তুমি কোলকাতায় এলে, না?

দেবল। মাঝে দুবার এসেছি, এদিকটায় আর আসা হয়ে ওঠেনি।

তিলক। বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে তোমার ভালো লাগছে? এককালে তো খুব বাংলা জাগো—বাঙ্গালী গর্জে ওঠ করতে?

দেবল। কোলকাতার নাম শুনলে আমার এখন জ্বর আসে। মানুষ তো নয়—পথে-ঘাটে সব মানুষের কঙ্কাল ঘুরে বেড়াচ্ছে—সব জায়গায় আমি বিভীষিকা দেখি। এখানে এলে দুদিনেই আমি হাঁফিয়ে উঠি—ভদ্রলোক থাকে এখানে?

তিলক। ভদ্রলোক এখানে সত্যিই নেই দেবুদা—সবাই ছ্যাঁচড়া ছোটলোক হয়ে গেছে।

দেবল। তোরা কেমন আছিস বল?

তিলক। ভদ্রলোকের ছেলে ছিলাম, বাবার নামের আগে এখন লেট লিখি, সুতরাং বুঝতেই পারছো?

দেবল। তুই তো বড্ডো সেনটিমেণ্টাল! তিমিরদা কোথায়?

তিলক। নিউ আলিপুরে বাড়ি করেছে—কোম্পানীর খরচায় দুবার ফরেইন ঘুরে এলো। এবার সেজদা যাচ্ছে ওখানে পারমানেণ্ট হ'তে।

দেবল। তমাদা?

তিলক। চাকরি ছেড়ে দোকান করেছে।

দেবল। ভালো চাকরিই তো করতো—হঠাৎ দোকান খুললো—কি ব্যাপার?

তিলক। ছোটলোক হবার ইচ্ছে!

দেবল। আর তুই ?

তিলক। আমি ত্রিশঙ্কু—সামনে কিছু পেলে তাই ধরে ঝুলি, না পেলে স্রেফ ঝুলি। আমাদের কথা বাদ দাও তো—একটু আগে কঙ্কাল বললে না, আমরা কঙ্কালই, আমাদের জীবনই নেই, সুতরাং আমাদের জীবনযাত্রার ফিরিস্তি শুনে সময় নষ্ট করে তোমার লাভ নেই। তোমার কথা বলো। পঙ্কজদার কাছে তোমার সব খবর পেতাম। ঘাটকোপারে বিরাট গ্লাস ফ্যাক্টরী করেছ—পঞ্চাশ জনের ওপর ওয়ারকারস—ওরা তোমায় দারুণ ভালোবাসে—নিজের জন্যে সামান্য কিছু রেখে সব প্রফিট তুমি ওদের শেয়ার করে দাও—কল্যাণে বাড়ি কিনেছ—মাসীমা আর তুমি আছ—

দেবল। আরে ব্বাবাঃ। তুই দেখছি জায়গাগুলোর নাম অব্দি ঠিক ঠিক মনে রেখেছিস—গিয়েছিলি নাকি ?

দেবেন। মাথা খারাপ! ভুঁড়িওয়ালা বিজনেসম্যান আর গ্ল্যামার-ওয়ালা সিনেমা স্টারদের দেশে যাব আমি ? আমি না কঙ্কাল ?

দেবল। কাপড়ের কলে হাজার হাজার লেবাররাও রয়েছে।

তিলক। কোলকাতার লেবারদেব চেয়ে তিন ডবল্ মাইনে পায় তারা।

দেবল। এতো খবর পাস কোথায় ? (সামান্য হেসে দেবল বলে) আমি আশ্চর্য হচ্ছি তিলু, তুই আমার সব খবর রেখে-ছিস—তুই দেখছি সত্যিই আমাকে ভালোবাসিস্।

তিলক। জানো দেবুদা, আমার যাকে ভালো লাগে সে যতো দূরেই থাক্—তার সব খবর আমি রাখবই—কাছে থাকলে তো কথাই নেই, এঁটুলির মতো লেগে থাকবো। আর যাকে খারাপ লাগবে

সে আমাকে হাজার ভালোবাসবার চেষ্টা করলেও এক ঝটকায় তাকে ঝেড়ে ফেলবই ফেলব।

দেবল। তুই দেখছি মহাসর্বনেশে ছেলে! (চা নিয়ে আসে তুহিনা, সঙ্গে পাঁপড় ভাজা। দুজনকেই দেয়।) এসব আবার করলে কেন?

তিলক। এনেছে যখন খেয়ে নাও।

দেবল। এতগুলো খাব? তুমি নাও।

[তুহিনা ইতস্ততঃ করে।]

তিলক। নে।

[পাঁপড় নেবার সময় দেবল মিষ্টি করে তাকায় তুহিনার দিকে। অনেক কিছু ভেবে তিলক হঠাৎ যেন সজাগ হয়।]

দেবল। আর একটা নাও?

তুহিনা। আপনি খান, ঐ ক'টাতো।

তিলক। ডিমের খিচুড়ি হচ্ছে খেয়ে যাবে? দারুণ রাঁধে ও।

দেবল। না-না, আজ থাক। আর একদিন এসে খাব। (তুহিনা ভেতরে চলে যায়। চা খেতে খেতে ওরা কথা বলে।) পঙ্কজের কাছেই তা হ'লে তুই আমার সব খবর পাস? নতুন খবর কিছু দেয়নি?

তিলক। এখন আর দেয় না। যতোদিন অ্যাকাউনটেন্ট্ ছিল—ট্রামে-বাসে চলাফেরা করতো, দেখা হ'লে কথা বলতো। এখন ব্রাঞ্চ্ সেক্রেটারী হয়েছে—কোম্পানীর গাড়িতে অফিস যায়-আসে— রাস্তায় দেখা হ'লে এখন মুখ ঘুরিয়ে নেয়—স্ট্যাণ্ডার্ডে উঠেছে, ছোট্ট একটি লেজ গজিয়েছে।

দেবল। স্ট্রেঞ্জ্!

তিলক। নতুন কি খবর বললে? বিয়ে করেছ না কি? (প্রাণ-খোলা হাসির ঝড় তুললো দেবল।) কি হ'ল? হাসছ কেন?

দেবল। দূর পাগলা। আমি বিয়ে করবো কি রে?

তিলক। কেন, বিয়ে করবে না কেন? মাসীমার একটা হেল্পারও তো দরকার—কোন কিছুর অভাবও তো তোমার নেই।

দেবল। সময় কই?

তিলক। সময় পাওনি!

দেবল। সত্যিই পাইনি। যখন পেলাম—

তিলক। বলো?

দেবল। না, কিছু না। (ভেতরে কিছু একটা ব্যাপার আছে ভেবে তিলক চুপ করেই যায়। দেবলও কি যেন ভাবে। ঘরে একটা অবাঞ্ছিত নীরবতা।) কিরে, চুপ করে আছিস কেন? কিছু বল।

[কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে দেবলের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত সংযত গলায় তিলক বলে।]

তিলক। আমার একটা প্রোপোজাল ভেবে দেখবে দেবুদা? হেসে উড়িয়ে দেবে না বলো?

দেবল। বল?

তিলক। তুনিকে তো দেখলে—ওকে বিয়ে করবে?

দেবল। তিলু!

[দেবলের বিস্ময় মাত্রা ছাড়ায়। তিলক কিন্তু নির্বিকার। আরও সংযত গলায় সে বলে।]

তিলক। বাবা ওর বিয়ের জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন—সবাই কালো বলে সোজা রিজেকট্‌ করে চলে গেছে—আমার বোন বলে বলছি না দেবুদা, বাইরের রঙটা ওর কালো হ'লেও ভেতরটা ওর সত্যিই সাদা—আজকালকার মেয়েদের মতো ও নয়—বিয়ে ওকে তোমার করতেই হবে আমি তা বলছি না—এটা আমার প্রোপোজাল।

দেবল। কি বলছিস, তুই তিলু! তুনি আমার বোনের মতো।

তিলক। বোন তো নয়!

দেবল। কিন্তু আমি—তোদের আমাদের জাত আলাদা।

তিলক। তুমি মানুষ আমরাও মানুষ--মানুষের আবার আলাদা জাত কি?

দেবল। তুনির আর আমার এজের ডিফারেন্স?

তিলক। তুনির তেইশ তোমার বড়জোর চৌত্রিশ! কি এমন ডিফারেনস্‌?

দেবল। আমার এই কুৎসিত চেহারা?

তিলক। মানুষের সৌন্দর্য তার দেহে নয় দেবুদা, সৌন্দর্য তার মনে।

দেবল। আর এটা?

[চাদরটা সরিয়ে ডানহাতটা তিলককে দেখায় দেবল। বিস্ফারিত চোখে তিলক দেখে দেবলের ডানহাত কাটা। চূড়ান্ত বিস্ময়সূচক গলায় তিলক বলে।]

তিলক। তোমার হাত! তোমার হাত কোথায় দেবুদা।

দেবল। মাতুঙ্গা ট্রেন অ্যাক্‌সিডেন্টের কথা কাগজে পড়েছিস

হয়তো—অনেকের অনেক কিছুর সঙ্গে আমার হাতটাও চলে গেছে। আমার এই কুৎসিত রূপ তার ওপর আবার একটা হাত কাটা—জেনেশুনে কে আমাকে বিয়ে করবে বল ?

তিলক। তুমি যদি রাজী হও ?

দেবল। কি !

তিলক। আমি সব ব্যবস্থা করবো।

দেবল। কিসের !

তিলক। তুনির সঙ্গে তোমার—

দেবল। জোর করে বিয়ে দিবি ?

তিলক। দেবুদা !

দেবল। ও নিজেও তো নিজের জন্যে কাউকে কল্পনা করেছে, সেখানে আমি যদি অনধিকার প্রবেশ করি ?

তিলক। তুমি রাজী হ'লে—(দেবলের চোখে চোখ রেখে অনুরোধের সুরে তিলক বলে) দেবুদা—

[দেবল চোখ নামায়। সে পরাজিত।]

দেবল। তুনিকে সব খুলে বলিস। (দেবল উঠে দাঁড়ায়) অনেক রাত হয়েছে, আমি চলি আজ।

তিলক। যাবে ? এসো।

[দেবলকে দরজা অব্‌দি এগিয়ে দিয়ে তিলক ফিরে দেখে তুহিনা ভেতরের দরজায় দাঁড়ানো। সে দেখছে তিলককে স্থির দৃষ্টিতে।]

তুহিনা। তুই আমায় খু—উ—ব ভালোবাসিস, না, ছোড়দা ?

তিলক। ব'স তো তুই—তোকে ক'টা কথা জিগ্‌গেস করি।

তুহিনা। আমি সব শুনেছি।

তিলক। আমি তোকে জোর করছি না তুনি—অনেক দিন বাদে দেবুদাকে দেখলাম—কেমন যেন অসহায় মনে হ'ল—নিজেকে মনে হ'ল তোর অভিভাবক—দেবুদাকে আমি দারুণ ভালোবাসি—তুই যদি—

তুহিনা। তুই আমার অভিভাবক ছোড়দা, আর কিছু বলতে আমি পারবো না।

তিলক। কিন্তু তুনি, অভিভাবক হয়ে মারাত্মক ভুল যদি একটা করে বসি—আমার ভুলের জন্যে যদি কারো সর্বনাশ হয়?

[এগিয়ে এসে তিলকের বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদে তুহিনা।]

তুহিনা। তোর দোষ আমি কোনদিনও দেব না ছোড়দা। আমি অন্ধ নই—আমি জানি তুই আমায় কতোটা ভালোবাসিস।

তিলক। কাঁদছিস কেন? মুখ তোল—হাস। হাস বলছি।

[তুহিনার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা, কিন্তু ধরা গলায় বলে।]

তুহিনা। জীবন নিয়ে জুয়া অনেকেই খেলছে ছোড়দা, আমিও না হয় খেলব! সুখ-শান্তি, আমার ভাগ্যে থাকলে পাব।—দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি কতো আসবে আসুক। সকলের কাছ থেকে ঘৃণা কুড়োতে কুড়োতে পৃথিবীতে যে ভালোবাসা আছে তা আমি আজ ভুলতে বসেছি ছোড়দা।

তিলক। আবার চোখে জল এলো? চোখের জল সস্তা না কি? (প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য তিলক বলে।) খিচুড়ি হয়ে গেছে?

তুহিনা। হ্যাঁ।

তিলক। একসঙ্গে খাব আজ। পেঁয়াজ-আলু ভাজ তুই, আমি ভূতানকাকুর ওখান থেকে একটু আসছি।

[তিলক চলে গেলে লাইট নিভিয়ে ভেতরে চলে যায় তুহিনা। অন্ধকার ঘরে এসে ঢুকলো কিরীট আর শিখা। শিখা খিলখিল করে হাসে।]

শিখা। উজবুক জানো? তোমার তমাদা একটি আস্ত উজবুক। দেশের কাজ করে দেশ উদ্ধার করবে—আমায় ইনস্‌পিরেশান দিতে হবে। হুঃ, পামপিং-এর কাজ থেকে এবার আমার ছুটি। (শিখা আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে।) আই উইল বি গ্রেটফুল টু মাই ডিয়ার ডিয়ার ডিয়ার—

[কিরীটের গলা জড়িয়ে ধরেছে শিখা।]

কিরীট। লাইট্ জ্বালি?

শিখা। না—না, অন্ধকারই ভালো। জানো কিরীট, জমাট অন্ধকারেও যদি আমার চোখ বেঁধে ছেড়ে দাও আমি তোমায় ঠিক খুঁজে বের করে নেব।

কিরীট। তুমি, তুমি আমায় এতো ভালোবাসো—শিখা?

শিখা। আর তুমি? তুমি বুঝি বাসো না? (অন্ধকারেই শিখা কিরীটের বুকে তার মাথা রাখলো। তার মাথায় হাত বুলোয়—কিরীট। তুহিনা ঘরে ঢুকে লাইট জ্বালায়। ঐ দৃশ্য দেখে সে স্তব্ধ হয়ে যায়।) গুড নাইট।

কিরীট। গুড নাইট।

[অস্ফুটস্বরে 'গুড নাইট' বলে কিরীট চলে যায়। অবজ্ঞার দৃষ্টিতে একবার তুহিনার দিকে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায় শিখা। হতভম্ব তুহিনা—তখনো আলোর সুইচটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার ভাষা নেই। অসাড় পা দুটো তার থরথর করে কাঁপছে। আচমকা সে চেঁচিয়ে ওঠে।]

তুহিনা। না—বৌদি—না।

[মঞ্চে ঘন অন্ধকার নেমে আসে।]

++++++++++++++++++++++++++++++++++

গন্ধরাজের জন্ম ● পাঁচ

++++++++++++++++++++++++++++++++++

[তুহিনা-দেবলের বিয়ের দিন সন্ধ্যের ঘটনা। ঘরে একা চুপ করে ব'সে আছে তমাল। তিলক ঘরে এসে ঢুকলো ভেতর থেকে।]

তিলক। মেজদা!

তমাল। বলো।

তিলক। ক'দিন ধরেই দেখছি তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ—কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছ।

তমাল। আমি?

তিলক। হ্যাঁ, তুমি। দেবুদার সঙ্গে তুনির বিয়ের ব্যবস্থা করেছি বলে—

তমাল। না রে পাগলা, না। আমরা সবাই মিলে যা পারিনি, তুই তাই করেছিস—খুব খুশি হয়েছি আমি।

তিলক। তবে? আজকের দিনে তুমি যদি এমনি করে ব'সে থাক—আজ তুনির বিয়ে—

তমাল। আমি আর একটুও এনারর্জি পাচ্ছি না তিলু—সত্যিই আমি ঝিমিয়ে পড়েছি। কোনকিছুই আর ভালো লাগছে না।

তিলক। একেবারে ফ্রাসট্রেটেড্-এর মতো কথা বলছ তুমি। চূড়ান্ত ফাইট করেও আমাদের বাঁচতে হবে কার মুখ থেকে এতোদিন শুনে আসছি? হাজার নোংরামির মধ্যেও

ভালো কিছু খুঁজে বের করতে হবে কে বুঝিয়েছে আমাকে ?

তমাল। ভুল তিলু, সব ভুল। জগৎ জুড়ে আজ নোংরামির রাজত্ব। জঞ্জালের স্তূপ আজ এতো বিরাট হয়েছে যে, একে পরিষ্কার করবার চেষ্টা বৃথা—টোটালি ইমপসিবল্।

তিলক। তুমি একেবারেই ভেঙে পড়েছো মেজদা—তুমি সত্যিই ক্লান্ত।

তমাল। তোর বৌদি—তোর বৌদি আমাকে ক্লান্ত করেছে, আমার মনটাকে বিষাক্ত করেছে। নিজের মনের মতো করে তৈরি করবো বলে অতি সাধারণ একটা মেয়েকে ঘরে এনে তুলে ছিলাম। রাতের পর রাত জেগে একটার পর একটা পরীক্ষায় পাস করিয়েছি—নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নের কথা বলে ওকে আমি আমার পার্টনার করে তুলতে চেয়েছিলাম। আর আজ ! আজ ও আমাকে এড়িয়ে চলে, ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে। আমার অপরাধ ? আমার নাকি অ্যামবিশান নেই—স্যোসাল স্ট্যাটাস নেই—আমি ক্যালাস—আমি আমার অতীতকে ভুলতে পারছি না—আমার প্রিয়জনকে ছেড়ে স্ত্রৈণ হ'তে পারছি না—আমি নাকি অপদার্থ !

তিলক। মেজদা !

তমাল। আমি সত্যিই অপদার্থ তিলু, তা না হ'লে এমনি করে বেঁচে থাকবো কেন—সামান্য একটা মেয়ের জন্যে আমার মনটা এমনি অবশ হয়ে যাবে কেন ?

তিলক। ওঠো তো তুমি—ওঠো—একটু ঠিক হয়ে নাও। আমি

একবার ভূতানকাকুর বাড়ি হয়ে ওদিককার ব্যবস্থা সব কি করল জেনে আসি। কি হ'ল, ওঠো। যাব আমি?

[উঠে দাঁড়িয়ে তমাল বলে।]

তমাল। আয়। (তিলক চলে যায়। বাইরে বেরুবার জন্যে চোখ ধাঁধানো উগ্র পোশাক পরে ঘরে এসে ঢোকে শিখা। তার পোশাক দেখে অতিমাত্রায় বিরক্ত হয় তমাল।) দাঁড়াও।

[বেরিয়েই যাচ্ছিল শিখা। তমালের কথায় ঘাড় ফিরিয়ে বিদ্রূপ মিশ্রিত গলায় বলে।]

শিখা। কি?

তমাল। কোথায় যাচ্ছ?

শিখা। বাইরে।

তমাল। কাল অতো রাত অব্দি কোথায় ছিলে?

শিখা। বাইরে।

তমাল। বাইরে কোথায়? রাত একটা অব্দি কোন বাড়ির বৌ রাস্তায় বেল্লিকপনা করে বেড়ায় না।

শিখা।। আর কিছু বলবে?

তমাল। আজকের বেরনোটা তোমাকে বন্ধ রাখতে হবে।

শিখা। ইমপসিবল্—আমার এনগেজমেণ্ট্ আছে।

তমাল। এমনি হাফ-নেকেড্ হয়ে এনগেজমেণ্ট্ রাখতে চলেছ?

শিখা। হ্যাঁ।

[ঝাঁঝমেশানো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে শিখা।]

তমাল। ছিঃ—ছিঃ শিখা! এ-বাড়ির বৌ তুমি—আজ তোমার

ননদের বিয়ে—প্লিজ এনগেজমেণ্ট্‌টা ক্যানসেল করে দাও—একটু সহজ হও তুমি। একটু সরল হও।

শিখা। আমার গা ঘিনঘিন করছে।

তমাল। কেন?

শিখা। তোমাদের বাড়িশুদ্ধু সকলের ব্রেইন-এ গোলমাল হয়েছে বলে কি আমারও তাই হবে? তোমাদের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না—আমাকে মাফ কর।

তমাল। শিখা!

[তমাল ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে উঠছে।]

শিখা। একটা বুড়ো-হাবড়া হাত-কাটা মুচির সঙ্গে একটা কেলে-কুচ্ছিত বিয়ে পাগলীর লুকিয়ে বিয়ে হচ্ছে—এটা বিয়ে!

তমাল। শিখা!

শিখা। চোখ রাঙিয়ে মেয়েদের দাবিয়ে রাখবার দিন আর নেই মশাই— চোখের খেলা বন্ধ করুন।

তমাল। শিখা! এসব—এসব কথা বলতে তোমার মুখে আটকাচ্ছে না? তুটো বাইরের লোকের সঙ্গে মিশে তাদের কথায় ভুলে নিজের সর্বনাশ তুমি করো না শিখা!

শিখা। আমার সর্বনাশ আমি করছি না, করেছে আমার কাকা—আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

তমাল। কি—কি করবে?

শিখা। কিরীটকে বিয়ে করবো।

তমাল। শিখা! (শিখাকে চড় মারে তমাল। রাগে সে জ্বলছিল, তার প্রকাশ যে এমনি সাংঘাতিক হবে সে ভাবতেই

পারে না। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে শিখা। তার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ে।) কিরীটকে বিয়ে করবে—বেশ্যার মতো ড্রেস করে—পার্টিতে পার্টিতে ট্যুইস্ট নাচবে—রাত দুপুরে টলতে টলতে ঘরে ফিরে, পাড়ার লোকের মুখ হাসাবে—এই তোমার লাইফ ?

শিখা। তুমি—তুমি আমায় মারলে ? এতোবড় সাহস তোমার তুমি আমার গায়ে হাত তুললে ?

তমাল। জীবনে আমি অনেক ভুল করেছি—সবচেয়ে বড় ভুল কি করেছি জানো ? তোমার মতো একটা মেয়েকে ভালোবেসেছি।

শিখা। জানোয়ার ! (শিখা ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বাইরের দরজায় কাল স্যুট পরে এসে দাঁড়িয়েছে কিরীট। ব্যাপারটা পুরোপুরি উপলব্ধি করে কঠিন হয়ে ওঠে কিরীট। নিজেকে সে আজ শিখার অভিভাবক বলেই মনে করে। শিখাকে সে সত্যিসত্যিই ভালোবাসে।) জানো কিরীট, আমার মা বলে—কাকা আমাকে তার ঘাড় থেকে নামাতে একটা শিক্ষিত জানোয়ারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে।

তমাল। শিক্ষিত জানোয়ার !

[তমাল হেসে ওঠে। কিরীট এগিয়ে গিয়ে রুমাল দিয়ে শিখার ঠোঁটের রক্ত মুছিয়ে দেয়।]

কিরীট। ইউ আর রিয়েলি আনকালচারড্ ব্রুট, তমাদা।

তমাল। অশিক্ষিত জানোয়ার।

[তমাল হেসে ওঠে।]

কিরীট। হোয়াট মেকস ইউ লাফ লাইফ এ ফুল ? শিখা আজ আমার কে জানো ?

তমাল। এতোদিন বৌদি বলেই জানতাম আজ জানলাম বৌ বলে। ওয়ানডারফুল !

কিরীট। এগজ্যাক্টলি। আমি ওকে ভালোবাসি।

[তমাল আবার হেসে উঠে।]

তমাল। মেয়ে মানুষের দেহ ছাড়া আর কিছুর ওপর যে কখনো নজর রাখেনি—

কিরীট। তমাদা !

তমাল। বলো ব্রাদার !

কীরিট। যাকে ভালোবাসব তার দেহের ওপর নজর রাখাটা অন্যায় ? নিজের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তুমি ভালোবাস না ?

তমাল। কিরীট !

কিরীট। একদিন এক মুহূর্তের জন্যেও ওকে তুমি ভালোবাসনি—ওকে নিয়ে খেলছ—খেলে মজা পেয়েছ—নিজের খেয়াল মেটাতে ওকে একটা দম-দেওয়া পুতুল করে আবর্জনার মধ্যে ফেলে রেখেছিলে। আমার কথা ডিনাই করবার মতো মরাল কারেজ তোমার আছে ?

তমাল। স্টপ, স্টপ ইয়োর লেকচার। আমি ওর এক্স-হাজবেনড্ —এতোদিন ওকে নিয়ে আমার যা খুশি তাই করেছি—বেশ করেছি আক্রমণ করে রক্ত বের করেছি—তুমি ওর উড বি হাজবেনড্ , নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আগে ফাস্ট্ এড্ দাও—তারপর দুজনে মিলে জাহান্নমে যাও।

কিরীট। থ্যাঙ্ক্ ইউ ফর ইয়োর আনকলড্ সাজেসশানস্।

তমাল। উইল ইউ প্লিজ লিভ্ দিস্ প্লেস অ্যাট ওয়ানস্?

কিরীট। বাট আই ওয়ানট্ টু নো হোয়াট রাইট ইউ হ্যাভ গট টু বিট হার?

তমাল। মেরে তো ভালোই করেছি ব্রাদার, স্ত্রীর ওপর অত্যাচার চালাই, তাকে ধরে মেরে রক্ত বার করি,—জজসাহেব একবার শুনলেই উইদাউট এনি হেজিটেশান ডাইভোর্স-এর মামলার রায় তোমার ফেবারে দেবেন—আই হ্যাভ ডান গুড ফর ইউ—হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক্? ভালো করিনি?

কিরীট। ইউ আর রিয়েলি এ ক্রিমিনাল।

তমাল। ইয়েস আই অ্যাম এ ক্রিমিনাল—গেট আউট।

শিখা। চলো কিরীট, এ জেলখানা থেকে এক্ষুণি আমরা পালিয়ে যাই—এখানে আর এক মুহূর্ত থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।

তমাল। হ্যাঁ। এ পাগলা গারদ থেকে তুমি মুক্ত—এ জেলখানা থেকে তুমি মুক্ত—যেখানে খুশি যার সঙ্গে খুশি চলে যাও।

শিখা। তাই তো যাচ্ছি। এ-বাড়ির সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েই চলে যাচ্ছি। শুধু কোর্ট ছাড়া আর কোথাও এ-বাড়ির কারুর সঙ্গে দেখা করবো না। এসো কিরীট।

[কিরীটের হাত ধরে নিয়ে যায় শিখা। তমাল হাসছে। ভেতরের দরজায় তুহিনা। বিয়ের দিন বলে যতোটা সম্ভব সে আজ সেজেছে। বাইরের দরজায় তিলক। তুজনেই যেন বোবা হয়ে গেছে।]

তমাল। কি রে, স্ট্যাচুর মতো তু' দরজায় তুজনে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চিড়িয়াখানার বাঁদর দেখছিস?

তুহিনা। মেজদা!

তমাল। কি?

তুহিনা। বৌদিকে তুমি মারলে মেজদা!

তমাল। জীবনে কারো গায়ে কখনো হাত তুলিনি—আজ একটা দুশ্চরিত্রা মেয়েছেলেকে সত্যিই আমি মেরেছি—আঘাত দিয়েছি—কিন্তু তুনি, অনেক—অনেক বেশি আঘাত আমি আজ পেয়েছি।

তুহিনা। বৌদি আর আসবে না!

তমাল। তোর বৌদির নাম আর কখনো উচ্চারণ করিস না তুনি—আমি ওকে মুক্তি দিয়েছি। আমি ওকে ভুলে গেছি। দ্যাট্ চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজড্। তিলু ব'স্। আয় তুনি আমরা মন খুলে দুটো কথা বলি। (যন্ত্রচালিতের মতো ওরা তিন-জনেই বসল। ঘরের পরিবেশ ভীষণ রকম থমথমে।) তুনি!

তুহিনা। বলো?

তমাল। আজ তোর বিয়ে—সংসারে স্বর্গ গড়বার দায়িত্ব ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের অনেক বেশি তুনি—সংসার যদি নরকও হয় তবু সে নরক পরিষ্কার করে স্বর্গ তৈরি করতে পারে শুধু মেয়েরাই। দেবুর টাকাকে ভালো না বেসে তার গোটা সংসারটাকে ভালো-বেসে নিজের করে নেবার চেষ্টা করিস তুনি—কিরে তিলু, কি ভাবছিস?

তিলক। না, কিছু না।

তমাল। ভূতানকাকুর কি হ'ল? দেখা পেলি?

তিলক। আসছে।

তমাল। আমিও আসছি একটু।

[তমাল ওঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে তিলকও দাঁড়ালো।]

তিলক। না, তুমি কোথাও যাবে না—বাড়িতে থাকবে।

তমাল। তুই তো আচ্ছা পাগলা, আয় আমার সঙ্গে।

[দুজনে বাইরে যায়। মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে কমে এলো। সবুজ আলোয় আলোকিত হ'লে পরমুহূর্তে ঘরের সেই অবাস্তব পরিবেশে তুহিনার কানে ভেসে আসে শানাইয়ের সুর। শানাইয়ের সুর তুহিনাকে ধীরে ধীরে অশান্ত করে তোলে। বাইরের দরজায় লাল আলোর ঢেউ-এর মধ্যে বরবেশে এসে দাঁড়ালো হাতকাটা দেবল মণ্ডল। তার হাতে একটা মালা। শানাইয়ের সুর থেমে যায়। ঘরের পরিবেশ বাস্তবে রূপান্তরিত হয়। দেবল অন্তর্হিত হয়েছে। বাইরে ভূতান-এর গলা শোনা যায়।]

ভূতান। এসে গেছি—এসে গেছি—কই রে পাগলী! (ভেতরে এসে ঢুকলো ভূতান।) আরে! পাগলী দেখছি আজ দারুণ সেজেছে—গুড—ভেরি গুড! মুখখানায় খুশির ঢেউ খেলছে বলে মনে হচ্ছে!

[বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে তিলক।]

তিলক। বিয়ের দিন সব মেয়ের মুখেই খুশির ঢেউ খেলে—বুঝেছ?

ভূতান। ঐ, এসেছে ফোড়নদার।

তিলক। হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কিরে? ঠোক্, ভূতানকাকুকে জব্বর একটা পেন্নাম ঠোক্।

[তুহিনা ভূতানকে প্রণাম করে।]

ভূতান। থাক্—থাক্।

তিলক। থাক্—থাক্ মানে? ঠুক্ছে ঠুক্তে দাও—ওর কাজ ও করুক, তোমার কাজ তুমি কর—অভিভাবক হয়েছ—আশীর্বাদ কর।

ভূতান। করছি—করছি, প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি। সংসারের হাজার নোংরা ঘেঁটেও তোর হাত দুটো যেন ফুলের মতো পবিত্র থাকে। যা, এবার পালা এখান থেকে। জানলায় বসে শাঁখ বাজাগে যা।

[লজ্জায় রাঙা হয়ে তুহিনা ভেতরে চলে যায়।]

তিলক। তোমার পুরুতের কি হ'ল?

ভূতান। চেনা-জানা প্রফেশানাল পুরুত কেউ রাজী নয়। সবাই বলছে রিজেস্ট্রি অফিসে চলে যান।

তিলক। কেন? বাড়িতে আসবে না কেন? বিনি পয়সায় টিকি নাড়তে তো বলা হয়নি?

ভূতান। পাপ করে নরকে যাবার ইচ্ছে নাকি কারো নেই!

তিলক। কুসংস্কারের পচা পাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে বুঝি সবার ইচ্ছে? থাকুক, দরকার নেই পুরুতের—তুমি আমাদের অভি-ভাবক, তুমিই বিয়ে দেবে—সংস্কৃত মন্ত্র না জানো, বাংলায় বলবে। আমি মেজদা সাক্ষী, আর কারুর দরকার নেই।

ভূতান। বলছিস কি যা-তা! তুই দেখছি ডোবাবি।

তিলক। ডোবা জিনিস আর কতোটা ডোবাব ভূতানকাকু! সমাজ-শাস্ত্র-ধর্ম শুদ্ধু আমরা ডুবেই আছি।

ভূতান। কি করবো একটু ভেবে বল তিলু, এটা ছেলেখেলা নয়!

তিলক। বিরাট কিছু একটা ব্যাপারও নয়।

ভূতান। বইপত্তর কিছু যোগাড় করে আনি তবে?

তিলক। ইচ্ছে হ'লে আনো, না আনলেও ক্ষতি নেই—বিয়েটা কি সংস্কৃত মন্ত্রের জোরে হয় ভূতানকাকু?

ভূতান। সামাজিক নিয়ম রয়েছে না?

তিলক। সমাজই মানছি না আমরা, আমাদের আবার সামাজিক নিয়ম কি? এর যতোকিছু আমরা ভাঙব।

ভূতান। যা যা বলেছিলাম সব যোগাড় করেছিস তো?

তিলক। তা করেছি।

ভূতান। কাজটা কোথায় করবি?

তিলক। তুনির বিয়ে তুনির ঘরেই হবে।

ভূতান। আমি আসছি দু-মিনিট।

[ভূতান চলে যায়। তিলক ভেতরের ঘরে ঢুকতে যাবে এমনি সময় বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢোকে তিমির, তড়িৎ ও অংশুমান।]

তিমির। কিরে, কি সব হচ্ছে শুনছি বাড়িতে?

তিলক। হ্যাঁ হচ্ছে, তুনির বিয়ে।

তিমির। কার সঙ্গে?

তিলক। দেবুদার সঙ্গে।

তিমির। দেবুদাটা কে?

তিলক। তেরো নম্বরের দেবল মণ্ডল।

তিমির। কলাবাড়ির দেবু?

তিলক। হ্যাঁ।

তিমির। বিয়েটা ঠিক হ'ল কি করে?

তিলক। আমি করেছি।

তিমির। আমরা কোথায় ছিলাম?

তিলক। অ্যাদ্দিন যেখানে ছিলে।

অংশু। তোমার দেবু না কে বলছ—

তিলক। দেবল মণ্ডল।

অংশু। দেবল মণ্ডল ছাড়া আর পাত্র জোটাতে পারলে না?

তিলক। কেন? দেবুদা দোষটা কি করল? বোম্বেতে নিজের ফ্ল্যাট, গ্লাস ফ্যাক্টরীর মালিক, প্রচুর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স—কমতি কি আছে?

তিমির। তোর দেবুদার গুণের ফিরিস্তি শুনতে এসেছি নাকি আমরা?

তিলক। সত্যি, কেন এসেছ বলো তো?

তিমির। বিয়ে বন্ধ করতে।

তিলক। কি বললে!

তিমির। বিয়ে বন্ধ করতে।

তিলক। তার মানে!

তিমির। এ বিয়ে হবে না, হ'তে পারবে না।

তিলক। তোমার কথায় বিয়ে বন্ধ হবে নাকি? অ্যাদ্দিন তো নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে হঠাৎ ঘুম ভাঙল, কি ব্যাপার?

তড়িৎ। একটা হাতকাটা মুচির সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে রাসকেলটার তড়পানি ছাখ।

তিলক। হাতকাটা মুচি ঠিকই, কিন্তু তার মন আছে, বিবেক আছে, কি আছে তোমাদের ?

তিমির। দাঁড়া—দাঁড়া, কি বলতে চাইছিস তুই ?

তিলক। বলতে তো চাইছি অনেক কিছু, কিন্তু বলে কি লাভ ?

তিমির। ছাখ তিলু, বাঁকা কথা শুনতে আমরা আসিনি, সোজা ভাষায় কথা বল।

তিলক। কবে তো সব কানেকশান কাট-আপ্ করে চলে গেছ—আজ আবার ফরনাথিং ঝামেলা পাকাতে কেন এসেছ ?

তিমির। ফরনাথিং কে বলেছে তোকে ?

তিলক। ফরনাথিং নয় তো কি ? একটার পর একটা লোক এসে যখন ওকে দেখে রিজেক্ট্ করে চলে গেছে তখন কোথায় ছিলে তোমরা ? আমাকে, মেজদাকে, তুনিকে আর ভূতানকাকুকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পাওনা তুমি ? সব জেনেও একবার তোমার কাছে ওর বিয়ের জন্যে আমি গিয়েছিলাম—কি বলে তাড়িয়েছিলে তুমি আমাকে মনে পড়ছে ? আজ একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক নিজে যেচে বিয়ে করবার জন্যে এগিয়ে এসেছে তাতে বাগড়া দিতে এসেছ—চমৎকার !

অংশু। কিন্তু লোকটা কে আমাদের দেখতে হবে না ? বিয়ে হচ্ছে না বলে একটা হাতকাটা মুচির সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে ?

তিলক। মুচি তার গায়ে লেখা আছে ? চোদ্দপুরুষ আগে তোমরা কি করতে কে জানে ?

তিমির। তিলু!

তড়িৎ। মুখ সামলে কথা বলবি তিলু!

তিমির। জাত-বেজাতে বিয়ে দিলে এর পর অংশুর মেয়ের বিয়ে, আমার মেয়ের বিয়ে আর দিতে পারবো? সমাজে মুখ দেখাব কি করে?

তিলক। ওঃ! এখানেও দেখছি তোমাদের স্বার্থে ঘা লেগেছে।

তিমির। হ্যাঁ, লেগেছে। আমরা বেঁচে থাকতে এ বিয়ে দেওয়া চলবে না—সারাদিন দোকানের বেঞ্চিতে ব'সে পলিটিকস্ করলে তো আমাদের চলবে না—আমাদের ভদ্রসমাজে চলাফেরা করতে হবে।

তিলক। দ্যাখো দাদা, ওসব জাতফাত, সমাজ আমরা মানি না, ও তোমার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হাজার বছর আগেকার কথা, ইতিহাসে পড়েছি—ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্র ওসব উঠে গেছে অনেক-দিন—এখন আমাদের একজাত—আমরা সবাই শ্রমিক—সবাই মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিয়ে হচ্ছে—এতে এতো চেল্লাচেল্লির কি আছে?

তিমির। তোর সমাজতত্ত্বের বুকুনি বন্ধ করবি?

তড়িৎ। মেজদার কাছে জ্ঞান নিয়ে একেবারে জ্ঞানী ঋষি হয়ে উঠেছে। কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী যা হয় হোক—এ বিয়ে বন্ধ করতেই হবে।

তিলক। তারপর?

তিমির। তারপর আবার কি?

তিলক। তারপর আবার কি জানো না? সেজদা ওর ভার নেবে—

৭

দুশ্চরিত্র মাতাল বড়লোক একটা বন্ধুকে ধরে এনে তার সঙ্গে ওর বিয়ে দেবে।

তড়িৎ। তিলু!

তিলক। আমি বেঁচে থাকতে আমার বোনকে আমি প্রসটিটিউট্ হ'তে দেব না।

তড়িৎ। ইউ রাসকেল—কিছু বলি না বলে—(প্রথমে চড়মেরে এগিয়ে গিয়ে তিলককে এলোপাতাড়ি মারতে থাকে তড়িৎ, এবং তিলক পড়ে গেলে তাকে লাথি মারে।) বড্ডো বেড়েছিস! সব ব্যাপারে ফোঁপড়দালালি!

[তুহিনা এসে দ্রুত ঘরে ঢোকে।]

তুহিনা। সেজদা! (একটু সরে এসে হাঁফাচ্ছে তড়িৎ।) আমি যদি এবার কিছু বলি তাহ'লে কি মেরুদণ্ড সোজা করে বুক ফুলিয়ে আর কাউকে লাথি মারতে পারবে? তোমাকে নিজের ভাই বলে পরিচয় দিতেও আজ আমার ঘৃণা হয়—আর কিছু বলে একঘর লোকের সামনে তোমার মাথাটা মাটিতে নুইয়ে দিতে চাই না।

তিমির। তোর ভালোর জন্যেই এ বিয়ে আমরা বন্ধ করতে চাইছি।

তুহিনা। আমার ভালো আজ আমি নিজেই বুঝতে শিখেছি দাদা! তুমি আর দয়া করে ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তোমার সময় নষ্ট করো না। সব সময় নিজের সুবিধে বুঝে নেবার লোক তুমি, নিজের বিবেককেই জিগ্গেস কর তো, বোনের গারজিয়ান হবার অধিকার তোমার আছে কি না?

অংশু। একটা হাতকাটা মুচির সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে—

তুহিনা। থাক অংশুদা, সমাজের অনেক উঁচুতে ব'সে আছেন আপনি! এই সব দরিদ্র নিঃস্ব পেসেণ্টের রোগ সারাতে এসেছেন কেন—আপনাকে তো বড়লোকদের ডাক্তার বলেই জানি!

[বাইরে তমালের গলা শুনতে পাওয়া যায়।]

তমাল। কই রে, তিলু, তুনি—(অনেকগুলো রংবেরং-এর বেলুন আর নানান রং-এর কাগজের ফুল নিয়ে ঘরে ঢোকে তমাল। ঘরের সেই অস্বস্তিকর আবহাওয়া তাকে নিশ্চল করে দেয়। জিনিসগুলো খাটের ওপর রেখে নীচুগলায় তুহিনাকে জিগ্‌গেস করে তমাল) কিরে! কি হয়েছে!

তুহিনা। একটা হাতকাটা মুচির সঙ্গে আমার বিয়েতে দাদা, সেজদা, অংশুদা আপত্তি জানাতে এসেছে।

[তমাল হেসে ওঠে। বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বইপত্তর হাতে ভূতান। সেও হতভম্ব।]

তমাল। ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো! (সবাইকে একবার দেখে নেয় তমাল। তার চোখ গিয়ে পড়ে তিলকের ওপর।) তোর কি হয়েছে! এ অবস্থা কি করে হ'ল?

তুহিনা। প্রোটেস্ট জানাতে গিয়েছিল।

তমাল। ওঃ! বিরাট একটা ড্রামা ঘটে গেছে দেখছি বাড়িতে? (ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে ওঠে তমাল।) অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার যেখানে হামেশাই হচ্ছে সেখানে তো কই তোমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় না? কালো-কুৎসিত-নোংরা উপড়ে ফেলতে এক পা কখনো এগিয়েছ? সুন্দরের জন্ম যেখানে হচ্ছে,

দল বেঁধে এসেছো সেখানে বাধা দিতে? কে তোর গায়ে হাত তুলেছে বল? কে মেরেছে তোকে?

তুহিনা। সেজদা।

[খপ্ করে তড়িতের জামার কলার চেপে ধরে—তার মুখটা নিজের মুখের সামনে এনে ধরে বলে।]

তমাল। ডাস্টবিন ছাড়াও পৃথিবীতে আরো কিছু আছে দেখেছিস? ফুলের টবও তোর কাছে ডাস্টবিন, না? যা, নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে নিজেকে আটকে রাখ। নোংরা জঞ্জাল কোথাকার! (তাকে একরকম ভেতরের দরজার দিকে ছুঁড়েই দেয় তমাল। এগিয়ে এসে অংশুকে বলে।) তুমি এসেছ কি করতে? তোমাকে নেমতন্ন করা হয়েছে? বিনা নেমতন্নে কাজের বাড়িতে আসতে লজ্জা করল না তোমার?

আংশু। তমাল, ইউ আর ইনসালটিং মি।

তমাল। ইউ মে বি কনসাস্ অফ ইয়োর ওন স্ট্যাটাস, কিন্তু এখানে এসে যদি সেই ষ্ট্যাটাসের মিসইউজ কর, আই উইল কমপেল ইউ টু ফরগেট ইয়োর ফলস স্ট্যাটাস—আনডারস্ট্যানড?

[ঘরের সবাই স্তব্ধ। অংশুমান রাগে জ্বলছে।]

অংশু। তমাল! আই অ্যাম নট্ গোয়িং টু টলারেট দিস্।

তমাল। আই অ্যাম রিকোয়েসটিং ইউ টু গো অ্যাণ্ড গেট আউট অফ দিস প্লেস্, প্লিজ। (অংশুমানকে হাতজোড় করে বলে তিমিরের কাছে এগিয়ে যায় তমাল।) বাড়ি বিক্রীর দিন এসে নিজের ভাগ বুঝে নিও দাদা—আরামে জীবন যাপন করছো তাই কর গে যাও না—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে

যারা শুধু জীবনধারণ করে বেঁচে আছে—তাদের ব্যাপারে উঁচুনাকটা তোমার নাই-বা গলালে। এ-বাড়িতে আজ উৎসব হচ্ছে—যাও, পালাও এখান থেকে।

তিমির। তুই কি আমাদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে চাস না কি?

তমাল। সর্বনাশ! তাই পারি কখনো? বাড়ি বিক্রী না হওয়া অব্দি এ-বাড়িতে ভাগ আছে না—তোমাদের? তবে, আজ এ-বাড়িতে ঢোকা চলবে না—গোটা বাড়ি আজ আমাদের দখলে। যাও-যাও-যাও—চোখের চশমা খুলে একটু সূর্যের দিকে তাকাওগে যাও।

তিমির। কুকুরের মতো খেদাচ্ছিস দেখছি?

তমাল। এখনো খেদাচ্ছি, এর পরে গলাধাক্কা দেব, তাতেও না গেলে ঠেঙিয়ে তাড়াবো। বললাম শুনলে না? এ-বাড়িতে আজ উৎসব হচ্ছে, অন্য জাতের কেউ এ-বাড়িতে ঢুকতে পারবে না।

তিমির। এ অপমানের রিটার্ণ কি করে দিতে হয় আমি দেখাবো। তড়ি আয়, চলে এসো অংশু। যতো সব বস্তির ছোটলোকের আড্ডা!

[তমাল হেসে ওঠে। ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে।]

তমাল। ভদ্রলোকের প্রোসেশান। (তিমির ঘুরে তাকায়) এসো।

[হাত দিয়ে দরজা দেখায় তমাল।]

তিমির। স্কাউনড্রেল।

[তিনজনে চলে যায়।

তমাল। তাড়িয়েছি, সব ক'টাকে তাড়িয়েছি। ভূতানকাকু, বল কিছু? ঠিক করিনি?

ভূতান। হ্যাঁ, তুই ঠিক করেছিস তমা। মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিস তার সাহস—সৎসাহস। ওরা সেটা আজ একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে—টাকা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু থাকতে পারে সেটা ওরা আজ একেবারেই ভুলে গেছে। নিজের চার-পাশের এতো বড় জগৎটাকে অস্বীকার করে যারা শুধু নিজের সুখের জন্যে বেঁচে আছে, তাদের তাড়ালে কোন দোষ নেই—ঠিক করেছিস তুই

তমাল। ভূতানকাকু কি বলল শুনলি তিলু—আয়, হৈ-হুল্লোড় আনন্দ করে গোটা বাড়িটা এবার আমরা মাতিয়ে তুলি—যা তুনি, শাঁখ বাজাগে যা। দেবু! এসো—এসো। (বাইরের দরজায় দেবল মণ্ডল। বরবেশে সে আসেনি। সাধারণ পোশাক পরেই এসেছে। গায়ে আগের দিনের শালটাও রয়েছে। তুহিনা দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে যায়) তিলু, দেবুকে ওপরে নিয়ে যা। সব ব্যবস্থা কমপ্লিট তো ভূতানকাকু?

ভূতান। হ্যাঁ।

[তিনজনে ভেতরে চলে যায়। খাটে ব'সে শূন্য দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে তমাল। ঘরের আলো কমে এলো। আলোর রেখা শুধু তমালের মুখমণ্ডলে। ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়ালো তিলক। আলো পড়েছে তার মুখেও। অন্ধকার মঞ্চে ওদের দুজনের মুখে শুধু আলো।]

তিলক। মেজদা!

তমাল। বল।

তিলক। কি ভাবছ?

তমাল। ভাবছি, এ জেলখানার দরজা ভেঙে আমরা বাইরে বেরুব কি করে? আমার হাতে যে একটুও জোর নেই।

তিলক। আমি তো আছি—আমি ভাঙব।

তমাল। আমার পা প্যারালাইজড্। পালাবো কি করে?

তিলক। আমি তোমায় কাঁধে করে নিয়ে যাব।

তমাল। আমি যে স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছি!

তিলক। নতুন স্বপ্ন দেখবে।

তমাল। যদি বিভীষিকা দেখি?

তিলক। তাই দেখবে। বড়লোক হ'তে চাই না—ভদ্রলোক হ'তে চাই না—বাড়িগাড়ি, বৌ-ছেলেমেয়ে কিছুই চাই না—স্বপ্ন দেখবার দরকার নেই আমাদের—আমরা খাটব, খাব। যুদ্ধ করব, হারব, জিতব, হাসব, বিভীষিকা দেখব।

তমাল। আমরা ছোটলোক।

তিলক। আমরা ছুটছি—ছুটব।

[দুজনে একসঙ্গে হেসে ওঠে। আলো আরো কমে আসে। প্রায় অন্ধকার ঘরে সূক্ষ্ম সরু আলোর রেখা শুধুমাত্র দুজনের চোখে।]

তমাল। ঝড় উঠবে, তোলপাড় হবে, মুখ থুবড়ে পড়বো।

তিলক। আবার উঠব—আবার দাঁড়াব। আবার ছুটব।

তমাল। টি. বি. আমার হার্ট ঝাঁজরা করে দিয়েছে, আমি কতোক্ষণ লড়ব তিলু?

তিলক। ক্যানসার-এর বীজাণু আমার পিঠে বাসা বেঁধেছে—একটু একটু করে গোটাশরীর আমার পচে যাচ্ছে—তবু আমরা লড়ব, মেজদা।

[ভেতরের দরজায় ভূতান বকসী। সূক্ষ্মসরু আলোর রেখা তারও মুখে।]

তমাল। আমরা কতোক্ষণ লড়ব তিলু?

তিলক। যতোদিন বাঁচব।

তমাল। আমরা কতোদিন বাঁচব?

তিলক। যতোদিন পৃথিবী আছে।

তমাল। ভূতানকাকু। বুড়ো পৃথিবী আর কতোদিন টিকবে ভূতান-কাকু?

ভূতান। পৃথিবীর মৃত্যু নেই, পৃথিবী অমর। মানুষের মৃত্যু নেই, মানুষ অমর।

[আনন্দের আতিশয্যে তিলক হাততালি দিয়ে ওঠে। তমালের মুখও উদ্ভাসিত। খুশিতে উজ্জ্বল তিলকের চোখ-মুখ। ভূতানের ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত মিষ্টি হাসির রেখা। মঞ্চ ঘন অন্ধকার হয়। নেমে আসে "গন্ধরাজের জন্ম" নাটকের যবনিকা।]

॥ য—ব—নি—কা ॥